প্রহেলিকা-সিরিজ—৮ নং

জীবনের মেয়াদ

• সব্যসাচী •

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

দেখতে পেলাম, তার ওপর একটা লোক মৃতপ্রায় হ'য়ে......

[পৃঃ—৯৮

এক

শীতের কুয়াশা-মলিন সন্ধ্যা। এডেন বন্দরের ধারে সোয়ালো ষ্ট্রীটের প্রশস্ত রাস্তায় লোক-চলাচলের বিরাম ছিল না। রাস্তায় গ্যাস এবং ইলেকট্রিকের আলোগুলো আবরণের ভেতর থেকে যতটা সম্ভব আলো বিতরণ করছিল। এই রহস্যময় আবছা আলো-অন্ধকারের ভেতর দিয়েই যে যার গন্তব্য স্থানে এগিয়ে চলেছিল।

সন্ধ্যার কিছু পরে, মাথায় ফেল্টের হ্যাট আর সারা দেহ ভারী ওভার-কোটে ঢেকে ঐ যে ছিপ্‌ছিপে পাতলা লোকটি এই জনবহুল পথের দুধারে সজ্জিত দোকানগুলির দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাইতে-চাইতে হন্‌হন্ করে এগিয়ে চলেছে, ওকে এই ভীড়ের ভেতর হারিয়ে ফেললে চলবে না। ওকে অবলম্বন করেই আমাদের এই গ্রন্থ সুরু হবে এবং শেষ পর্য্যন্ত যে-সব রোমাঞ্চকর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে এই ভয়াবহ আখ্যায়িকার যবনিকা-পাত হবে, তা ভাবতে গেলেও সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

প্রায় পনেরো মিনিট একটানা হাঁটার পর লোকটা একটা পুরোণো জিনিষের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে যখন সে বুঝলে যে তার ভুল হয়নি, এই

দোকানটাই তার দরকার—তখন সে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দোকানের সাইন-বোর্ডটার দিকে তাকালে। সেখানে বড়-বড় ইংরেজী হরফে লেখা ছিল—

ANTIQUE SHOP

Prop.—Peter Quilo. *

আগন্তুক ওভার-কোটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে তার প্যাণ্টের পকেট পরীক্ষা করে নিলে তারপর আর দ্বিধা না করে সেই দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ল। দোকানে আরও দু-এক জন ক্রেতার আগমন হয়েছিল। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সেই ক্রেতাদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে আগন্তুক হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এসে দোকানে ঢুকবার দু'পাশের শো-কেশের ভেতরের জিনিষগুলোর দিকে চোখ বুলোতে লাগল।

নানা দেশের—নানা শতাব্দীর ছোট-বড় নানাজাতীয় জিনিষ দোকানটার ভেতর অতি নিপুণভাবে সাজান রয়েছে। হিন্দু—বৌদ্ধ—মোগল—ক্রিশ্চান সর্ব্ববিধর্ম্মের মিলন ঘটেছে এই সামান্য দোকানটার ভেতরে। অতি সামান্য জিনিষ থেকে বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য জিনিষ—কোন কিছুই বাদ পড়েনি। সব-কিছু জিনিষই পাশাপাশি এমন ভাবে সাজান রয়েছে, যাতে সেগুলো অতি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের মনকে প্রলুব্ধ করতে পারে।

আগন্তুক গভীর মনোযোগ দিয়ে শো-কেশের ভেতরে সাজানো জিনিষগুলো দেখতে-দেখতে মাঝে-মাঝে ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত সেই বৃদ্ধের দিকে চাইছিল। বৃদ্ধের কথা বলবার ভঙ্গি দেখে তার ধারণা হল যে, সে-ই এই দোকানের মালিক।

---

* প্রাচীন জিনিষের দোকান। মালিক: পিটার কুইলো।

লোকটা বৃদ্ধ হলেও জরাগ্রস্ত হয় নি। পেশীযুক্ত মাংসল দেহ দেখলে মনে হয়, এককালে সে বিলক্ষণ শক্তিশালী ছিল—এবং কোনও দৈহিক শ্রমযুক্ত কাজে নিযুক্ত ছিল; তার দৈহিক ক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও একেবারে লুপ্ত হয়নি।

ক্রমে ক্রেতারা দোকান থেকে চলে যাবার পর বৃদ্ধ আগন্তুকের পাশে এসে দাঁড়াল। আগন্তুক তাকে এগিয়ে আসতে দেখে শো-কেশের ভেতরের বিশেষ একটি জিনিষে তার গভীর মনোযোগ স্থাপন করলে। বৃদ্ধ তার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর তার গভীর দৃষ্টি অনুসরণ করে শো-কেশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলে, আগন্তুকের এই গভীর মনোযোগের কারণ একটা প্রাচীন পানপাত্র।

বৃদ্ধ আগ্রহভরা কণ্ঠে বললে, "আপনার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করতে হয়। শো-কেশের ভেতরের ওই পানপাত্রটি মোগল আমলের শিল্পীদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি আজও গর্ব্বভরে ঘোষণা করছে। এই অপূর্ব্ব কারুকার্য্য ছাড়া এর ঐতিহাসিক মূল্যও অসামান্য। কারণ, প্রবাদ আছে যে, সম্রাট্ সাজাহান এই পানপাত্রটি ব্যবহার করতেন। সুতরাং দামের দিক থেকে এটাকে অমূল্য ও একটা দুর্লভ জিনিষ বলা যেতে পারে। আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে তবে অবশ্য——"

আগন্তুক ধীরে-ধীরে শো-কেশের দিক থেকে দৃষ্টি তুলে বৃদ্ধের দিকে তাকালে। তার মুখের দিকে তাকিয়েই বৃদ্ধের বাক্‌শক্তি হঠাৎ লোপ পেলে। সে প্রবল চেষ্টাতে নিজেকে সামলে নিয়ে ভাল করে এই আগন্তুক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করতে লাগল। একটা পুরোণো স্মৃতি তার লুপ্তপ্রায় স্মরণশক্তিকে সমূলে নাড়া দিয়ে গেল। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে যে ঐ চোখ, ঐ মুখ, ঐ চুল তার অপরিচিত নয়।

আগন্তুক তার হাতের ফেল্ট-হ্যাটটা তার ওভার-কোটের পকেটে রেখে মৃদু হেসে বললে, "মিঃ কুইলো! আপনার শো-কেশে সাজানো এই ঐতিহাসিক পানপাত্রটি আমাকে মুগ্ধ করেছে একথা সত্যি! শুধু এটা কেন, আমার মন মুগ্ধ করতে পারে এ-রকম বহু জিনিষই হয়ত আপনার দোকানে আছে। কিন্তু আমি এই সব ঐতিহাসিক অমূল্য জিনিষের সন্ধানে এখানে এসে উপস্থিত হইনি। ঐসব সৌখীন জিনিষ শুধু আমি কেন, কোনও নাবিকেরই কোনদিন কিছুমাত্র প্রয়োজনে আসবে না।"

বৃদ্ধ আর একবার চম্‌কে উঠল। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করলে। আগন্তুক মৃদু হেসে বললে, "আমার কথা শুনে আপনি খুব বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে মিঃ কুইলো! আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং আপনাকে এর আগে কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। কিন্তু আমার বক্তব্য শুনলেই আপনি এখানে আমার হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন। আপনিও যে যৌবনে সমুদ্রে নাবিক-রূপেই কাটিয়েছেন, তা আমি আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, কিছুকাল আগে 'সী-হক্' নামে একটা জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবি হয়েছিল তা আপনি কি জানেন?"

আগন্তুকের কথাগুলো শুনে বৃদ্ধ ভয়ানক ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার দেহ থেকে বার্দ্ধক্যের সমস্ত অবসাদ যেন মন্ত্রবলে দূর হয়ে গেল! উজ্জ্বল কঠিন চোখে সে প্রশ্ন করলে, "কে আপনি? আপনার মতলব কি?"

আগন্তুক তার এই প্রশ্নে কর্ণপাত না করে বললে, "সেই জাহাজে মিঃ বোস নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

তিনিও সেই জাহাজের সঙ্গে সমুদ্রের নীচে সমাধি গ্রহণ করেছেন বলে সকলে জানে। এসব সংবাদ বোধহয় আপনার অজ্ঞাত নয় মিঃ কুইলো! এবং আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, সেই জাহাজ-ডুবির গোপন কাহিনী সাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকলেও, আপনার বিলক্ষণ জানা আছে। কেমন, নয় কি?"

আগন্তুকের আপাদমস্তক আর-একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বৃদ্ধ বলে উঠল, "বটে! আপনিই তাহলে সেই মিঃ বোস! হ্যাঁ! সেই চেহারা আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। কিন্তু তাঁর চেহারার সঙ্গে আপনার চেহারার হুবহু মিল না থাকলেও আপনাকে ত একেবারে উড়িয়েও দিতে পারছি না। বেশ, তাই যদি হয় তবে আপনি কোন্ মন্ত্রবলে আপনার সেই অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন?"

আগন্তুক মৃদু হেসে বললে, "আপনার ভুল হয়েছে মিঃ কুইলো! আমি মিঃ বোস নই—আমি তাঁর পুত্র বিমল বোস।"

বৃদ্ধ বিস্মিত স্বরে বলল, "গুড গড্! এ দেখছি মিঃ বোসের দ্বিতীয় সংস্করণ! তা আপনার এখানে উপস্থিতির কারণ কি?"

আগন্তুক গম্ভীর ভাবে বললে, "আমি জানি 'লস্ট আটালান্টিসে' অভিযানকারীদের ভেতরে আপনিও একজন ছিলেন। আমি জানতে চাই আমার পিতা-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং সংগৃহীত 'লস্ট আটালান্টিসে'র সেই দেবমূর্ত্তি কোথায়?"

বৃদ্ধ একটু ভেবে নিয়ে বললে, "আপনার কি ধারণা এই যে সেই অভিশপ্ত দেবমূর্ত্তি আমার কাছেই আছে?"

আগন্তুক বললে, "বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোন ধারণা নেই। তবে সেটা যে আপনার কাছে ছিল, সে বিষয়ে

আমি নিঃসন্দেহ। আমি জানতে চাইছি বর্ত্তমানে সেটা কোথায়? আপনার কাছেই আছে, না অন্য কারও হস্তগত হয়েছে?"

বৃদ্ধ উত্তর দিলে, "আপনার অনুমান সত্য। কিছুদিন পূর্ব্বেও সেই দেবমূর্ত্তি আমার কাছে ছিল সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে সেটার মালিক আমি নই। কিছুদিন আগে সেটা আমি বিক্রি করেছি।"

বিস্মিত আগন্তুক প্রশ্ন করল, "বিক্রি করেছেন? কাকে? কার কাছে আপনি সেই দুর্লভ এবং অমূল্য দেবমূর্ত্তি বিক্রি করেছেন খুলে বলুন।"

বৃদ্ধ রহস্যময় হাসি হেসে বললে, "ঐ দেবমূর্ত্তি যে একান্ত দুর্লভ এবং অমূল্য বস্তু. সে ধারণা আমারও ছিল বটে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ঐ রকম সর্ব্বনেশে অভিশপ্ত দ্রব্য দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নেই। ঐ অভিশপ্ত মূর্ত্তির কল্যাণে এ পর্য্যন্ত বহু লোকের জীবন নষ্ট হয়েছে এবং আরও কত হবে কে জানে! আমার বন্ধু, আপনার পিতা ঐ মূর্ত্তির আবিষ্কারক। তিনিও নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাননি। ঐ অপয়া মূর্ত্তিটা যাতে আপনার হাতে না পড়ে সেইজন্যে আমি আপনার পিতাকে কথা দিয়েও সে কথা রাখতে পারিনি। মানে, মূর্ত্তি আর নোটবই—দুটোই আপনার হাতে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আপনার মঙ্গলের জন্যে মাত্র নোট-বইখানা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, একথা আপনার অজ্ঞাত নেই। সুতরাং ঐ দুরাশা ত্যাগ করুন!"

আগন্তুক বললে, "আমাকে উপদেশ দেবার কোনও প্রয়োজন নেই মিঃ কুইলো! আমার পিতার অসমাপ্ত কাজ আমি শেষ করব এই আমার একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং সেই

দেবমূর্ত্তি আমাকে যেমন করে হোক সংগ্রহ করতে হবে—তার জন্যে কোন কাজেই আমি পশ্চাৎপদ হব না। এখন বলুন, কার কাছে আপনি সেই মূর্ত্তি বিক্রি করেছেন ?"

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললে, "মৃত্যুর জন্যে আপনি যখন প্রস্তুত তখন আপনাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনার পিতা আর আমি এক জাহাজেই কাজ করতাম এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ভেতরে তিনি ছিলেন একজন। আপনি তাঁরই পুত্র—সুতরাং আপনার মঙ্গলের জন্যেই আপনাকে আমি ঐ দেবমূর্ত্তির বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দিলাম মাত্র। এখন আপনার যা খুসী, করতে পারেন।"

আগন্তুক ব্যগ্রস্বরে বললে, "আপনার উপদেশের জন্যে আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন মিঃ কুইলো! এখন বলুন, আপনি সেই 'লস্ট আটালান্টিসে'র দেবমূর্ত্তি কার কাছে বিক্রি করেছেন ? কে সেই লোক ?"

বৃদ্ধ উত্তর দিলে, "মূর্ত্তিটা কিনেছেন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং আবিষ্কারক ডাঃ রজত ব্যানার্জ্জি। কিছু দিন আগে যবদ্বীপে নর-বানরের কঙ্কাল আবিষ্কারক-রূপে তাঁর নাম আপনার অপরিচিত নাও হতে পারে!"

বিস্মিত আগন্তুক প্রশ্ন করলে, "প্রত্নতাত্ত্বিক রজত ব্যানার্জ্জি ঐ মূর্ত্তিটা কিনেছেন ? তিনি কি ঐ মূর্ত্তিটার রহস্য জানেন বলে মনে হয় আপনার ?"

বৃদ্ধ হেসে বললে, "খুব সম্ভব না। 'লস্ট আটালান্টিসে' অভিযানকারীদের ভেতরে সম্ভবতঃ দুজন লোকমাত্র এখনও বেঁচে আছে। আমি, আর ফার্স্ট অফিসার জনসন। এবং এই দুজন লোক ছাড়া ঐ দেবমূর্ত্তির প্রকৃত রহস্য আর কারও পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়।"

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলে, "ঐ মূর্ত্তিটার জন্যে সে আপনাকে কত টাকা দিয়েছে মিঃ কুইলো ?"

বৃদ্ধ উত্তর দিলে, "পাঁচশ' টাকা। সত্যি কথা বলতে কি, এত টাকা একমাত্র হ্যাচিনসন ছাড়া কার কেউ দিতে পারে বলে আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। পাঁচশ' কেন, সে পাঁচ টাকা দিতে চাইলেও আমি আনন্দের সঙ্গে ঐ মূর্ত্তিটা তাকে দিতে রাজি হতাম। কারণ, ঐ অভিশপ্ত মূর্ত্তিটা হস্তান্তরিত করবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কেন জানি না, ঐ মূর্ত্তিটার দিকে তাকালেই আমার মন মোহগ্রস্ত হবার উপক্রম হত। সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করত—অসহ্য তার মাদকতা! তাই পাছে আবার ঐ মূর্ত্তিটা দ্বারা চালিত হয়ে আমি আবার সেই 'লস্ট আটালান্টিসে'র সন্ধানে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হই, সেই ভয়েই ওটার সংশ্রব ত্যাগ করবার জন্যে যে আমি অস্থির হয়ে উঠ্‌বো তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?"

আগন্তুক বললে, "আপনার এই সংবাদের জন্যে ধন্যবাদ মিঃ কুইলো! আমার আর একটা অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করতে হবে।, ঐ মূর্ত্তিটার কথা আপনাকে বেমালুম ভুলে যেতে হবে। আমি ছাড়া আর কেউ যেন ঐ দেবমূর্ত্তির রহস্য অথবা তার বর্ত্তমান মালিকের নাম জানতে না পারে। আশা করি, আমার এই অনুরোধ রক্ষা করতে আপনার কোনও আপত্তির কারণ নেই ?"

বৃদ্ধ দৃঢ়স্বরে বললে, "আপনি ছাড়া আর কেউ এ সম্বন্ধে কোন কথা আমার কাছে জানতে পারবে না। আমার কথায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।"

আগন্তুক বললে, "ধন্যবাদ! সেই মূর্ত্তিটা আমি যেমন করে হোক, সংগ্রহ করব—তারপর পাড়ি দেব সমুদ্র-তলের সেই

মায়াময় রাজ্য 'আটালান্টিসে'র সন্ধানে। যদি ফিরে আসি, তবে আবার আমাদের দেখা হবে। নইলে এই শেষ। বিদায়—মিঃ কুইলো।"

বৃদ্ধ সহানুভূতির স্বরে বললে, "বিদায় বলতে চির-বিদায় ভাববেন না যেন—এশুধু একটা বিচ্ছেদ—ক্ষণিক বিচ্ছেদ মাত্র! আবার আমাদের দেখা হবে। ভগবান্ তোমায় রক্ষা করুন!"

আগন্তুক চলে যাবার পর ধীরে-ধীরে কুইলোর দোকানে আর-একজন লোক ঢুকল। পেছনে পদশব্দ পেয়ে কুইলো ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলে, তার ঠিক সামনেই একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তার ক্ষুদ্র একটা রিভলভার। বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হল, "তুমি! তুমি বেঁচে আছ মিষ্টার!"

তীব্রভাবে বাধা দিয়ে আগন্তুক বললে, "চুপ। আমার ঐ নাম ভুলে যাও কুইলো! তোমরা ভেবেছিলে যে আটলান্টিকের বুকে 'সী-হক্' ডুবির সঙ্গে-সঙ্গে আমার জীবনও নষ্ট হয়েছে। কিন্তু স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ এখন তোমাদের সেই ধারণা কত ভুল! ভগবান্ আমায় অতি অদ্ভুত ভাবে রক্ষা করেছেন তোমাদের দ্বারা যে কাজ শেষ হয়নি, আমার দ্বারা তা শেষ করাবার জন্যে। একটু আগে তুমি বলেছিলে যে 'আটালান্টিসের' অভিযানকারীদের ভেতরে শুধু দুজন লোক বেঁচে আছে, তুমি আর জনসন। কিন্তু তোমরা ছাড়াও যে আর-একজন লোক জীবিত আছে, এ-কথা তুমি ভাবতেও পারনি। তবে তোমার একটা কথা আমি রাখতে চেষ্টা করব কুইলো! এই তিনজনের ভেতর থেকে একজনকে সরে যেতে হবে।

'আটালান্টিস' অভিযাত্রীদের ভেতরে দুজন লোকই বেঁচে থাকবে যতদিন না জনসনের মৃত্যু হয়।"

বৃদ্ধ আতঙ্কিত স্বরে বললে, "তোমার উদ্দেশ্য কি খুলে বল।"

আগন্তুক কঠিন স্বরে বললে, "আমার উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট! আমি চাই না একমাত্র আমি ছাড়া 'আটালান্টিসের' আবিষ্কারকদের ভেতরে কেউ বেঁচে থাকে। কারণ, তাতে আমার কর্ত্তব্যসম্পাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। তাছাড়া আমি বেঁচে আছি এ সংবাদও যখন তুমি জানতে পেরেছ তখন তোমার মৃত্যুই একমাত্র পথ।"

বৃদ্ধ শেষ চেষ্টা করে বললে, "তুমি পথ চিনে যাবে কি করে? ঐ দেবমূর্ত্তি ছাড়া তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধি হবার কোন আশা নেই। তুমি সারা জীবন খুঁজলেও ঐ দেবমূর্ত্তি খুঁজে পাবে না।"

আগন্তুক হেসে বললে, "এতে বৃথা আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই কুইলো! একটু আগে যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে তুমি আলাপ করছিলে, তা আমার লক্ষ্য এড়ায়নি। তোমাদের সব-কিছু আলোচনাই আমি বেশ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি, এবং এর পরে ডাঃ রঞ্জত ব্যানার্জ্জির কাছ থেকে ঐ মূর্ত্তিটা হস্তগত করতে আমায় বিশেষ বেগ পেতে হবে না। সুতরাং, এখন বুঝতে পারছ বোধহয় যে তোমার মৃত্যুতে আমার লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই কিছুমাত্রও?"

বৃদ্ধ হতাশার সুরে বললে, "শয়তান! তুমি ভেবেছ আমাকে হত্যা করে রক্ষা পাবে কেমন? ভগবান তোমাকে রক্ষা করলেও আমি তোমাকে হত্যা করব বিশ্বাসঘাতক কুকুর!"

কথা বলতে-বলতে বৃদ্ধ তার জামার নীচে থেকে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা পুরোণো ধরণের বড় পিস্তল বের

করলে। কিন্তু সে সেটা ব্যবহার করবার আগেই আগন্তুকের হাতের রিভলভার গর্জ্জন করলে।

তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের হাত থেকে পিস্তলটা খসে মেজেতে পড়ল। সে শূন্যে দুহাত তুলে কিছু একটা অবলম্বন পাবার চেষ্টা করলে। পর-মুহূর্ত্তেই তার প্রাণহীন দেহ মেজেতে লুটিয়ে পড়ল।

বৃদ্ধের প্রাণহীন দেহের দিকে তাকিয়ে আগন্তুক তার রিভলভারটা কোটের পকেটে রাখতে-রাখতে বললে, "কে জানত যে, যাকে হত্যা করবার জন্যে তুমি একদিন প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলে এবং সমুদ্রডুবিতে তোমার যে বন্ধুর মৃত্যু ঘটেছিল, তার হাতেই একদিন তোমার মৃত্যু ঘটবে। সামুদ্রিক হাঙ্গরের কবল থেকে তুমি সেদিন রক্ষা পেয়েছিলে আমার রিভলভারের গুলিতে মৃত্যু বরণ করবার জন্যে। ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! বিদায় মিঃ কুইলো—স্বর্গে আবার আমাদের দেখা হবে।"

আগন্তুক মৃদু হেসে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সে ভেবেছিল যে কুইলোর হত্যাকাণ্ড কেউই লক্ষ্য করেনি। কিন্তু কুইলোর দোকানের একজন কেরাণী যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এই মারাত্মক দৃশ্য দেখে নিলে, তা সে জানতেও পারলে না।

দুই

প্রাতঃভ্রমণ সমাপ্ত করে বাড়ী ফিরতেই ভবেশ এবং বিজয় দেখতে পেলে তাদের ড্রয়িংরুমে একজন যুবক গভীর চিন্তামগ্ন-ভাবে বসে রয়েছে। ভবেশ এবং বিজয়কে সেই ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই সে চমকে মুখ তুলে তাদের দিকে তাকালে। বিস্মিত ভবেশ তার দিকে তাকিয়েই চিনতে পারলে যে, সে তার কলেজের সহপাঠী বিমল।

আনন্দিত হয়ে ভবেশ বিমলের হাত ধরে তীব্রভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে আজ হঠাৎ এমন ভাবে সাক্ষাৎ হবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি। তারপর! এতদিন ছিলে কোথায় ?"

একটু হেসে বিমল বললে, "তোমাদের সঙ্গে এরকম ভাবে দেখা হবে তা আমিও ভাবতে পারিনি কোনদিন। সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের মৃত্যু যে-কোন সময়েই ঘটতে পারে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া আমার অবস্থাটা আরও একটু বিপজ্জনক। কারণ, আমি অশান্ত আত্মার মত সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি পেটের চিন্তায় নয়—আমার কর্ত্তব্যের খাতিরে।"

ভবেশ বললে, "তোমার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি বিমল! আমি জানি যে তুমি খেয়ালের বশে বা পেটের চিন্তায় নাবিকবৃত্তি গ্রহণ করনি। আটলান্টিকের বুকে জাহাজ-ডুবিতে তোমার পিতার মৃত্যুর পর হঠাৎ যেদিন তুমি আমাদের কাউকে না জানিয়ে জাহাজে চাকরি নিয়ে সমুদ্র-যাত্রা

করেছিলে, সেদিনই আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে তোমার এই হঠাৎ সমুদ্রযাত্রার পেছনে কোনও রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কোন্ গোপন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে তুমি তোমার পিতার মৃত্যুর পর এমন হঠাৎ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলে, তা আজও আমার কাছে একটা প্রহেলিকা হয়ে রয়েছে।"

বিমল চিন্তামগ্নভাবে বললে, "তোমার অনুমান এক সত্য। আমার পিতার মৃত্যুর সঙ্গে আমার সমুদ্রযাত্রার কোন্ গোপন সম্বন্ধ বর্ত্তমান রয়েছে তা ধারণা করা ত দূরের কথা, বললেও হয়ত তোমরা সে কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না। আমাকে উন্মাদ বলেই তোমাদের মনে হবে। কিন্তু আমি জানি সেই কাহিনী কত ভয়ানক সত্য! তুমি বোধহয় বিশ্বাস করবে না যে আমার পিতার জাহাজ-ডুবিতে মৃত্যু ঘটেনি। তিনি তাঁর শত্রুপক্ষের হাতে একান্ত বন্দী-জীবন যাপন করছেন। কিন্তু কে বা কারা তাঁর শত্রু অথবা তিনি বর্ত্তমানে কোথায় বন্দী আছেন, এ সংবাদ আমার জানা নেই।"

ভবেশ গম্ভীরভাবে বললে, "তোমার এই ধারণার মূলে কি কোনও সত্য আছে বিমল? তোমার পিতা আজ প্রায় দু'বছর আগে আটলান্টিকে জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা গেছেন এই কথাই সকলে জানে। অথচ তুমি বলছ যে, তিনি আছেন এবং তাঁর শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী-জীবন যাপন করছেন। আটলান্টিকে জাহাজ-ডুবির পর তিনি রক্ষা পেলেন কি উপায়ে? তাঁর শত্রু কে এবং কেন তারা তাঁকে বন্দী করে রেখেছে? এসব কথা চিন্তা করলে তোমার মনের ঐ বদ্ধমূল ধারণা একান্ত আজগুবি বলে মনে হয়। বদ্ধমূল বলছি এই জন্যে যে, এই অনুমানের বশবর্ত্তী হয়ে তুমি সমুদ্র তোলপাড় করে ফিরছ তোমার মৃত

পিতার সন্ধানে। কোন্ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তুমি এমন অসম্ভব ধারণা মনে স্থান দিয়েছ বলতে পার?"

বিমল কোনও কথা না বলে তার পকেট থেকে একটা জীর্ণ নোটবই বের করলে। তারপর সেটা অতি সাবধানে ভবেশের হাতে দিয়ে বললে, "এই নোটবই তার প্রমাণ। এই নোটবইখানা পড়লেই তুমি জানতে পারবে আমার মনে ঐ বিশ্বাস উদয় হবার কারণ কি! তোমাকে আগেই বলে রাখছি যে নোটবইখানা আমার পিতার এবং নোটবইয়ের ভেতরের লেখাগুলোও তাঁরই হাতের লেখা। এই অদ্ভুত লেখা সমেত নোটবইখানা কি করে আমার হাতে এসে পড়ে, সে কথা বিস্তারিত না বললেও হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। তবে এটুকু বলে রাখছি যে, 'সী-হক্' জাহাজ-ডুবির পর সেই জাহাজের কোনও নাবিক মৃতপ্রায় হয়ে এদেশে এসে উপস্থিত হয় এবং আমার মৃত পিতার আদেশ মত নোটবইখানা সে কোন লোককে দিয়ে আমার হাতে পৌঁছে দেয়। কিন্তু সেই লোকের মুখ থেকে অনেক চেষ্টা করেও আমি কোনও সংবাদ জানতে পারিনি। যে-কোন কারণেই হোক, সে আমার কাছে কিছু প্রকাশ না করে সমস্ত ব্যাপারটাই গোপন করে গিয়েছিল। নোটবইখানা সে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েই অদৃশ্য হয়। এ পর্য্যন্ত আর তার কোনও সংবাদ আমি জানতে পারিনি। তারপর হঠাৎ এডেনে পৌঁছে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেও আমাকে দেখতে পেয়েছিল নিশ্চয়ই। কারণ, তার কাছে পৌঁছাবার আগেই সে রাস্তার ভীড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমাদের জাহাজ এডেনে এসে পৌঁছাবার পর হঠাৎ একখানা উড়ো চিঠি আমার হাতে আসে। তাতে লেখা ছিল

যে, অপহৃত 'আটালাণ্টিসে'র দেবমূর্ত্তি এডেন শহরে পিটার কুইলো নামক কোনও এক প্রাচীন দ্রব্য-বিক্রেতার কাছে আছে। এই পিটার কুইলো 'সী-হক্' জাহাজের একজন প্রাচীন নাবিক ছিল।

আমি ঐ উড়ো চিঠির নির্দ্দেশ মত পিটার কুইলোর কাছে গিয়ে উপস্থিত হই এবং ঐ দেবমূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার কথা শুনে সে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে ঐ দেবমূর্ত্তির সংবাদ আমায় জানায়। কিন্তু সে বারবার আমাকে ঐ অভিশপ্ত মূর্ত্তির কোনও সন্ধান না করতেই উপদেশ দিয়েছিল। সে বলেছিল যে, ঐ দেবমূর্ত্তির কল্যাণে বহু লোকের জীবন নষ্ট হয়েছে এবং আরও কত হবে কে জানে!

বলা বাহুল্য, সেও আমার পিতার সম্বন্ধে কোনও কথা আমায় জানায়নি। তবে একথা ঠিক যে, সেও এই সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে, কিন্তু কোনও কারণ বশতঃ কিছুই প্রকাশ করতে রাজি নয়। আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, আমার সঙ্গে যে রাত্রে পিটার কুইলোর দেখা হয়, সেই রাত্রেই কোনও অজ্ঞাত আততায়ী-কর্ত্তৃক সে নিহত হয়। পুলিসের বিশ্বাস যে, তার কোনও গোপন শত্রুর দ্বারা পিটার কুইলো নিহত হয়েছে। কারণ, তার ধন-সম্পত্তির ভেতরে একটি কপর্দ্দকও আততায়ীর দ্বারা অপহৃত হয়নি।

যাই হোক, আমি এর পর ঐ মূর্ত্তির সন্ধানে এখানে এসে উপস্থিত হই। কিন্তু কি উপায়ে ঐ মূর্ত্তিটা তার বর্ত্তমান মালিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যায়, তা আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপর ঠিক করলাম যে টাকা দিয়ে ঐ মূর্ত্তি আমি কিনে নেব। আমার এ সঙ্কল্প কতদূর সিদ্ধ হত, তা জানি না। কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপারে আমার সব কিছুই

ওলট-পালট হয়ে গেল। আজ ডাক্তার রজত ব্যানার্জ্জির বাড়ীর ধারে আমি সেই নাবিকটির দেখা পেয়েছি, যে আমার কাছে এই নোটবইখানা পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে দেখেই দ্রুতবেগে দূরে অদৃশ্য হয়েছে।

তার সাক্ষাৎ লাভ করে আমি বুঝতে পারলাম যে এটা শুভ লক্ষণ নয়—হয়ত কোনও কারণ বশতঃ সেও ঐ দেবমূর্ত্তি হস্তগত করতে চায়। কিন্তু কেন? সেই কি তবে পিটার কুইলোকে হত্যা করেছে? সে ঐ মূর্ত্তির সন্ধান পেলে কি করে? এই সব নানান চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। মূর্ত্তিটা হস্তগত করা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ উপস্থিত হল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল তোমার কথা। আমি জানতাম যে আমার অবস্থা চিন্তা করে আমাকে সাহায্য করতে তুমি চেস্টার ত্রুটী করবে না। আমার পক্ষে যে রহস্য বোঝা সম্ভবপর হয়নি—তোমার পক্ষে হয়ত তা সহজ হতে পারে। তাই বরাবর তোমার কাছেই চলে এসেছি।"

ভবেশ গভীর মনোযোগ দিয়ে বিমলের কথা শুনে গেল। তারপর চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, "ঐ একটা মূর্ত্তির জন্যে এত কাণ্ড ঘটবার কারণ কি হতে পারে বলে তোমার মনে হয়, আমায় খুলে বলতে পার?"

বিমল বললে, "না। তবে এটা ঠিক যে ঐ মূর্ত্তিটার ভেতরে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে, যার দাম হয়ত অনেক। কিন্তু আমি তার জন্যে ব্যস্ত নই। আমি চাই আমার পিতাকে উদ্ধার করতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ঐ মূর্ত্তিটার ভেতরে আমি তাঁর সন্ধান পাব। আমার এই বিশ্বাস তোমার কাছে পাগলামী মনে হতে পারে। কিন্তু বহু চেস্টাতেও এই ধারণা আমি ত্যাগ করতে পারিনি।"

আগন্তুকের হাতের রিভলভার গর্জ্জন করলে

[পৃঃ—১১

ভবেশ প্রশ্ন করলে, "ঐ মূর্ত্তিটা ডাঃ রজত ব্যানার্জ্জি কত টাকা দিয়ে কিনেছে জান ?"

বিমল বললে, "জানি। পিটার কুইলোর কাছ থেকে পাঁচশ' টাকা দিয়ে মিঃ ব্যানার্জ্জি ঐ মূর্ত্তিটা কিনেছেন।"

ভবেশ বললে, "বটে! একটা মূর্ত্তির জন্যে পাঁচশ' টাকা খরচ একটু বিচিত্র বলে মনে হয় না কি ?"

বিমল বললে, "নিশ্চয়ই। তাই আমার বিশ্বাস যে ডাঃ ব্যানার্জ্জিও ঐ মূর্ত্তিটার কোনও গোপন কাহিনী জ্ঞাত আছেন।"

ভবেশ বললে, "হতে পারে! কিন্তু তোমার পিতার এই নোটবইতে ঐ মূর্ত্তিটার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, ভাল করে দেখেছ কি ?"

বিমল বলল, "দেখেছি। কিন্তু উল্লেখ যা আছে, সে অতি সামান্য। তাতে ঐ মূর্ত্তিটার রহস্য প্রকাশ হয়নি।"

ভবেশ বললে, "যাই হোক, তোমাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই নোটবইখানা আগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়া দরকার। এটা আমার কাছে রাখতে তোমার কোনও আপত্তি নেইত ?"

বিমল বললে, "কিছুমাত্র না। তুমি নোটবইখানা পড়ে দেখ। কাল ঠিক এই সময়েই আমি এখানে এসে উপস্থিত হব," এই বলে সে কোটের ভেতর-পকেট থেকে একখানা নোটবই বের করে বিমলের হাতে দিল।

তিন

বিমল বোস চলে যাবার পর ভবেশ বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "লষ্ট আটালান্টিস! একটা প্রবাদ আছে যে, এখন আটলান্টিক মহাসাগর যেখানে অবস্থিত, বহুকাল পূর্ব্বে সেখানে এক সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সেই অপরূপ রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগরের গর্ভে সমাহিত হয়েছে। তোমার কি বিশ্বাস হয় যে কোনও কালে ঐ রকম কোন রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল? অথচ বিমলের কথা যদি সত্যি হয়, তবে এটুকু অন্ততঃ মেনে নিতে হবে যে, এই রহস্যের মূলে রয়েছে ঐ রূপকথার রাজ্য। তোমার কি মনে হয়?"

বিজয় বললে, "এ প্রশ্নের উত্তর বড় শক্ত ভবেশ! কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, লষ্ট আটালান্টিসের অস্তিত্ব কোনও কালে ছিল বলে যখন এ পর্য্যন্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তখন সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে আমিও রাজি নই। তার প্রধান কারণ, আজ যাকে আমরা একটা ইংরেজী শব্দ 'আটলান্টিক' বলে জানি, আসলে সেটা সত্যই ইংরেজী শব্দ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পণ্ডিতদের মতে সংস্কৃত 'অতল-অন্ত' অথবা 'অতলান্ত' থেকেই 'আটলান্টিক' হয়েছে, সেই মত আমারও মনে লাগে।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারি, এই 'অতল-অন্ত' অর্থাৎ অতল ও অন্তহীন—মহাসমুদ্রেরই বিশেষণ ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব এর থেকে অধুনা-লুপ্ত মহা-সমৃদ্ধ রাজ্যের

অস্তিত্বের প্রমাণ একদম অচল। অবশ্য তর্কের দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, সমুদ্রের নামকরণটা রাজ্যলুপ্তির পর হয়েছে—সে-ক্ষেত্রে আমি না হয় চুপ করেই রইলাম! কিন্তু বিমলের কথা বিশ্বাস করলে লস্ট আটালান্টিসের অস্তিত্বও একরকম স্বীকার করে নিতে হয়।

তারপর তার কথিত ঐ লস্ট আটালান্টিসের দেবমূর্ত্তি! ওটাই বা কি বস্তু কে জানে? নাম শুনে মনে হয় যে সেটা লস্ট আটালান্টিসের অধুনালুপ্ত জাতির দেবতা। তাই যদি হয়, তবে এ-কথাও মেনে নিতে হবে যে ওটা লস্ট আটালান্টিসের মাটি থেকেই সংগৃহীত হয়েছে।

এসব পরস্পর-বিরোধী প্রশ্নের মীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন। তবে এখানে একটা কথা বলা যেতে পারে। তোমার বোধ হয় মনে আছে যে, প্রায় বছর পাঁচেক আগে এই লস্ট আটালান্টিসের ব্যাপার নিয়ে সব দেশেই একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিল।”

ভবেশ বললে, “হাঁ, তোমার কথা সত্যি! বহুদিন হলেও সেই কাহিনী লোকের মন থেকে হয়ত একেবারে মুছে যায়নি। যাই হোক, এর সত্য-মিথ্যা বিচার পরে করা যাবে। এখন আগে এই নোটবইখানাতে কি রহস্য লুকিয়ে আছে দেখা যাক। এর দ্বারা হয়ত আমরা এই ঘটনার কোনও একটা মীমাংসার সূত্র খুঁজে পেতেও পারি।”

একটা অতি পুরাতন জীর্ণ নোটবই—ভবেশ সেটাকে প্রথমে উল্টেপাল্টে ভাল করে দেখে নিলে। বইখানার অবস্থা দেখে ভবেশের মনে হল যে, সেটি কোনও দিন জলে ভিজেছিল। কারণ পাতাগুলো কোঁকড়ান এবং তার ভেতরে কালি দিয়ে লেখাগুলোও জলে ভিজে বিকৃত হয়েছে। কিন্তু

তা হলেও ভেতরের লেখাগুলো পড়তে বিশেষ অসুবিধে হয় না।

ভবেশ নোটবইখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করলে—অতি সন্তর্পণে। বিনয় বল্লে, "এই রোমাঞ্চের মধ্যে একটু চায়ের অবতারণা কর ভবেশ, নইলে জম্‌বে না।"

উৎফুল্ল হয়ে ভবেশ বললে, "জমবে না মানে? নার্ভগুলোই তো রণে ভঙ্গ দেবে! ঠিক কথা বলেছ। তবে ভাই তুমিই হুকুমটা জারি করে এসো; আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তুমি ফিরে না এলে এর একটি লাইনও পড়ব না।"

চার

বিজয় ফিরে এলে ভবেশ পড়তে সুরু করলে।—

"৭ই ডিসেম্বর

সমুদ্রগর্ভের রহস্য আজও আমাদের কাছে একটা অজ্ঞাত বিভীষিকা হয়ে রয়েছে। কাল আমাদের দুজন সঙ্গী নীচে অবতরণ করে আর ওপরে উঠে আসতে পারেনি। অতি অদ্ভুত উপায়ে জাহাজের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হল, তা আমরা বুঝতে না পেরে বিস্মিত এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠেছি। ডুবুরীদের সঙ্গে লোহার শিকলের অতি দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হল কি করে? কিন্তু ওপর থেকে সমুদ্রতলের বিভীষিকাময় রহস্য কিছুই জানবার উপায় নেই। ওপর থেকে এটুকুমাত্র আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ডুবুরীদের সঙ্গে জাহাজের কোনও সম্পর্ক আর বর্ত্তমান নেই, এবং এর ফলে তাদের ঘটবে অতি নিষ্ঠুর মৃত্যু। কিন্তু আমরা নিরুপায়! কল্পনা-চক্ষে তাদের অদৃষ্ট অনুমান করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার নেই।"

"১২ই ডিসেম্বর

মহাসাগরের বুকে পরপর সবশুদ্ধ পাঁচজন সঙ্গীকে আমরা হারালাম। প্রত্যেক বারই আমরা লক্ষ্য করেছি যে ডুবুরীদের সঙ্গে জাহাজের লোহার শিকলের যে বন্ধন, সেটা ছিন্ন হয়েছে সমুদ্র-তলের কোনও এক অদৃশ্য-শক্তির প্রবল আকর্ষণে। কে এইভাবে লোহার শিকল চূর্ণ করছে কে জানে! ডুবুরীদের অদৃষ্টে কি ঘটেছে তা একমাত্র ভগবান জানেন। খুব সম্ভব

অক্সিজেনের অভাবে জলের নীচে তাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে। এই অবস্থায় নীচে নামতে আর কেউ রাজি নয়। কিন্তু তাই বা সম্ভব হবে কি করে ? সমুদ্রগর্ভের প্রাচীন মৃত রাজ্য আমাদের আবিষ্কার করতেই হবে—তার জন্যে যে-কোন মূল্যই হোক না কেন, দিতে আমরা পশ্চাৎপদ হব না।

ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন অত্যন্ত বিমর্ষ এবং চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর জাহাজের পাঁচজন নাবিকের শোচনীয় মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেকেই দায়ী বলে মনে করছেন। মাঝে মাঝে তিনি একথা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি যে, লস্ট আটালান্টিসের সংবাদ রূপকথার কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাসমুদ্রের নীচে সে রাজ্যের অস্তিত্ব একমাত্র উন্মাদ ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি জানি, এই কথা কত মিথ্যা ! একটা প্রাচীন মৃত রাজ্য জলের নীচে বিরাজ করছে এবং সেটা ঠিক আমাদের জাহাজের নীচেই।

কিন্তু সে কথা হ্যাচিনসনকে বোঝাবে কে ? কোন্ যুক্তি বা প্রমাণের সাহায্যে একথা আমি তাঁকে বিশ্বাস করাব ? নাম-গোত্রহীন সেই আবিষ্কারক নাবিকের ডায়েরী প্রকাশ করলে বিপদ ঘটবে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আটালান্টিসের সেই রহস্য প্রকাশ পেলে এদের ভেতরের পৈশাচিক প্রবৃত্তিগুলো মাথা নাড়া দিয়ে জেগে উঠবে, এবং তার ফলে ঘটবে সমুদ্র-বক্ষে একটা মারাত্মক বিপ্লব ও নরহত্যা। এরা নিজেদের ভেতরে খুনোখুনি করে মরবে। সুতরাং সেই ডায়েরী প্রকাশ করা হবে না। এদের মনের দ্বিধা অন্য কোনও উপায়ে দূর করতে হবে। সমুদ্র-তলের সেই মায়াময় বিরাট রাজ্যের সন্ধান না নিয়ে এখান থেকে কোনও মতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবা যায় না।”

"১৫ই ডিসেম্বর

শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয়েছে এবার আমরা সবশুদ্ধ দশজন জলের নীচে অবতরণ করব। কারণ, ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন নিজে না নেমে জাহাজের আর কোনও নাবিককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে রাজি নন। জলের নীচের অজ্ঞাত-শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার জন্যে আমরা যথাসম্ভব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই অবতরণ করব। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে থাকবে রিজার্ভড অক্সিজেন-সিলিণ্ডার, যাতে সেই অজানা-শত্রু কর্ত্তৃক আমাদের সঙ্গে জাহাজের লোহার শিকল ছিন্ন হলেও, অক্সিজেনের অভাবে আমাদের হঠাৎ মৃত্যু না ঘটে।

যোগাড়-যন্ত্র সম্পূর্ণ করতে আমাদের দুদিন সময় নষ্ট হল। এখান থেকে মাইল-সাতেক দূরে একটা বনময় দ্বীপ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম; সেখান থেকে প্রচুর জল এবং অপর্য্যাপ্ত বন্য ফলমূল সংগ্রহ করে আমরা জাহাজে ফিরে এলাম। দুটো প্রকাণ্ড বন্য বরাহ শিকার করে তার মাংস নুন মেখে নিয়ে এলাম। জাহাজে খাদ্যের অভাব যাতে ঘটতে না পারে, সেই জন্যে আমরা আগে থেকেই এই সতর্কতা অবলম্বন করলাম। কারণ, আমরা জলের নীচে অবতরণ করবার পর সাতদিন এখান থেকে জাহাজ কোথাও নড়বে না। এই সাতদিনের ভেতরে যদি তারা আমাদের কাছ থেকে কোনও সংবাদ না পায়, তাহলে তারা এখান থেকে ফিরে যাবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে আমরা স্থির করলাম, কাল ভোরেই আমরা মহাসাগরের তলদেশে অভিযান করব।

কি উত্তেজনা, আনন্দ এবং আশঙ্কার ভেতর দিয়ে যে আমরা সেই একটি রাত অতিবাহিত করেছিলাম সেকথা বোঝাবার

ক্ষমতা আমার নেই! সেই আনন্দ এবং আশঙ্কা শুধুমাত্র উপলব্ধি করবার যোগ্য—তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

আমাদের দল গঠিত হল এগার জন লোক নিয়ে। প্রথমে স্থির হয়েছিল দশজন, কিন্তু প্রৌঢ় এবং বলশালী অভিজ্ঞ নাবিক কুইলোর অনুরোধ এড়াতে না পেরে তাকেও আমরা দলভুক্ত করলাম। ছয়জন অভিজ্ঞ এবং শক্তিশালী সাধারণ নাবিক—ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন, আমি, ফার্স্ট অফিসার জনসন, সেকেণ্ড অফিসার ব্যানার্জ্জি এবং সুপারভাইজার পিটার কুইলো। কে বলতে পারে পৃথিবীর বুকে এই আমাদের শেষ রাত্রি কিনা?"

এর পরের কয়েকটা পাতা অতি সংক্ষিপ্ত এবং কাটাকুটিতে ভরা বলে কিছুই স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। মনে হয় যে এগুলোতে এই অভিযাত্রীদলের সমুদ্রতলের অভিজ্ঞতা অতি নিপুণভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল! কিন্তু পরে কোন কারণে এগুলোকে কেটেকুটে এবং ঘসে অদৃশ্য করা হয়েছে। কিন্তু কে সেগুলোকে নষ্ট করেছে, লেখক না অন্য কেউ,—তা বোঝা অসাধ্য।

অনেকগুলো জায়গায় 'ল্যাটিচ্যুড' এবং 'লঙ্গিচ্যুড' এই দুটো কথার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই এই দুটো শব্দের পরবর্ত্তী সংখ্যা অতি যত্নের সহিত ঘসে তুলে ফেলা হয়েছে। কাটাকুটি লেখাগুলোর ভেতর থেকে যতটুকু অর্থ বোধগম্য হয় তাতে মনে হয় যে, সমুদ্রের নীচে এই অদ্ভুত অভিযানকারীর দল আশ্চর্য্য এবং ভয়ানক কিছু আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু কি সেই আবিষ্কার, তা হয়ত এই পাতাগুলোতে একদিন লেখা হয়েছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে সেগুলো বোঝা অসাধ্য।

তার ঠিক পরের পাতাতেই লেখা রয়েছে—

"২৩শে ডিসেম্বর

আমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হতে চলেছে। সকলের চোখেমুখেই একটা চাপা সন্দেহের ভাব আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সমুদ্রতলের অভিযানকারীদের ভেতরে আমরা মাত্র পাঁচজন জীবিত ফিরে আসতে পেরেছি। নাবিকদের ভেতরে দুজনের মৃত্যু ঘটেছে তাদের লোভ এবং মূর্খতার জন্যে। আর একজন নাবিককে হত্যা করেছে আমাদের ভেতরেই একজন। কিন্তু কে সেই হত্যাকারী এবং কেন সে হত্যা করেছে, তা আমি এখনও বুঝতে পারি নি। ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন—জনসন—ব্যানার্জ্জি না কুইলো? কে সেই বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারী? জাহাজের ভেতরেও সে একটা বিদ্রোহ বাধাবার চেষ্টায় আছে। লস্ট আটালান্টিস্ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন আর আমাদের জীবিত থাকা চলতে পারে না। তাতে তার স্বার্থ-সিদ্ধির বাধা উপস্থিত হতে পারে। মূর্খ! তুমি যেই হও, মৃত্যুর মুখ থেকে তুমিও কি রক্ষা পাবে ভেবেছ? মন্দিরের ভেতরের সেই অজ্ঞাত জীবন্ত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পাবে কি করে?"

'২৪শে ডিসেম্বর—রাত্রি ২টা

গভীর রাত্রি। জাহাজের সবাই এখন গভীর ঘুমে অচেতন। লস্ট আটালান্টিস্ আবিষ্কৃত হয়েছে সত্য—কিন্তু তাতে কিছুই ফললাভ হয় নি। জাহাজের ভেতরে একটা ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যে এই অদ্ভুত আবিষ্কার স্বপ্নে বিলীন হবে এই চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। তাই সেই মৃত রাজ্যের

বিশাল মন্দিরের চত্বরের দুপাশের সেই অসংখ্য ছোট-ছোট দেবমূর্ত্তির ভেতর থেকে যেটা আমি লুকিয়ে সংগ্রহ করে এনেছি, সেটা যে করে হোক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এর পরেও কেউ যদি এই মৃতরাজ্যের সন্ধানে মহাসাগর পাড়ি দিতে পশ্চাৎপদ না হয়, তবে তাদের পথ দেখাবে এই দেবমূর্ত্তি। তাহলে মরেও আমার আত্মা তৃপ্ত হবে। কিন্তু এই মহাসাগর পার হয়ে এই মূর্ত্তি লোকালয়ে পৌঁছাবে কিনা ভগবান জানেন। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস যে আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"

"২৫শে ডিসেম্বর—ভোর ৪টা

প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণে হঠাৎ দিগ্বিদিক ধ্বনিত হয়ে উঠল। জাহাজখানা একবার প্রচণ্ডভাবে দুলে আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। এর একটু পরেই আমার মনে হল যে জাহাজ যেন ক্রমশঃ নীচে নেমে যাচ্ছে। একটা ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা করে আমি কেবিন থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। চারিদিকে একটা হুলস্থূল ব্যাপার! ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে—তাঁর মুখ ভাবলেশহীন। আমি ছুটে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে বললাম, 'কি হয়েছে ক্যাপ্টেন? জাহাজে বিস্ফোরণের শব্দের কারণ কি?'

ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন অদ্ভুত হেসে উত্তর দিলেন, 'জাহাজে ডিনামাইটের বাস্কে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং জাহাজের একাংশ অদৃশ্য হয়েছে। আর দশ মিনিটের ভেতরে আমরা সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হব। লস্ট আটালান্টিসের মাটিতে আমরা চিরবিশ্রাম লাভ করব। এটা কি কম সৌভাগ্য বলে মনে কর বোস?'

আমি উন্মত্তের মত চীৎকার করে বললাম, 'মরণের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ রকম করে কেউ হাসতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না—লাইফ-বেল্ট এবং লাইফ-বোট থাকতে আমরা মরব কেন ক্যাপ্টেন? সেগুলোর সাহায্যে ত আমরা অতি সহজেই জাহাজ ত্যাগ করে রক্ষা পেতে পারি। সামনেই মাইল-সাতেক দূরে রয়েছে ঐ নামহীন দ্বীপ। সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে খাদ্যের অভাবেও আমাদের মৃত্যু হবে না। তার-পর অন্য জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করবে।'

সেই রকম হাসতে-হাসতেই ক্যাপ্টেন বললেন, 'সে আশাও নেই বোস! জাহাজ থেকে ঐ দ্বীপ পর্য্যন্ত এই সাত-মাইল হাঙ্গরসঙ্কুল সমুদ্র তুমি পাড়ি দেবে কি করে? তা ছাড়া লাইফ-বোট এবং লাইফ-বেল্টগুলো জাহাজ থেকে অদৃশ্য হয়েছে।'

আমি হতাশার সুরে বলে উঠলাম, 'কে এই শত্রু ক্যাপ্টেন?'

আমার এই কথা শুনে মুহূর্ত্তমধ্যে ক্যাপ্টেনের চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই তিনি আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তাঁর কেবিনের দিকে চলে গেলেন।

জাহাজ ক্রমশঃ ডুবছে।—চোখের সামনে ফুটে উঠছে হাঙ্গরসঙ্কুল সমুদ্রে নিজেদের ভয়াবহ মৃত্যু। উদ্ধারের কোনও আশা আমাদের নেই।

হঠাৎ একজন নাবিকের ক্রুদ্ধ এবং বিস্ময়ভরা চীৎকার শুনে আমরা তার দিকে তাকালাম। তাকে দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমরা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পেলাম, একটা ছোট বোট ঢেউয়ের তালে দুলতে-দুলতে ক্রমশঃ জাহাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম যে, সেটা

এই জাহাজেরই বোট। দুজন লোক বোটে বসে জাহাজের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু তারা কে, তা এতদূর থেকে চেনা গেল না।

ক্যাপ্টেনের কথার প্রমাণ আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পেলাম। লষ্ট আটালান্টিস অভিযাত্রী দলের ভেতরে দুজনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় আজ আমরা মরতে বসেছি। আমাদের উদ্ধার পাবার সমস্ত উপায় ধ্বংস করে তারা একখানা বোট লুকিয়ে রেখেছিল নিজেদের জন্যে। তারপর জাহাজের চারিদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে তারা গোপনে জাহাজ থেকে পলায়ন করেছে।"

এর পরের একটা পাতায় কাঁচা হাতের একখানা মানচিত্র আঁকা। সেই মানচিত্রখানা কোথাকার, তা কিছুই বোঝা যায় না। সেই মানচিত্র-আঁকা পাতার পর কয়েকখানা পাতায় কিছুই লেখা হয় নি, একেবারে পরিষ্কার।

ভবেশ মাথা নেড়ে বললে, "না! এই নোটবইটাতে এমন কিছুই দেখতে পেলাম না, যাতে ঘটনাটা একটু পরিষ্কার হয়। লষ্ট আটালান্টিসের সন্ধানে গিয়ে সমুদ্রবাসের কয়েকটা দিনের চিত্র এতে আঁকা হয়েছে মাত্র। এডেনে নিহত কুইলোর নামও এতে রয়েছে। সুতরাং সেও যে এই দলের ভেতর ছিল, তা সত্য। সে জীবিত থাকলে হয়ত কোনও অদ্ভুত কথা আমাদের জানাতে পারত। কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং—"

বিজয় বললে, "যদি নোটবইয়ের এই ঘটনা সত্যি হয় তবে বেশ বোঝা যায় যে, তার কোনও পুরোণো বন্ধুর দ্বারাই সে নিহত হয়েছে। কিন্তু এই হত্যার উদ্দেশ্য রহস্যময়। সমুদ্র-

গর্ভে এমন কি রহস্য এরা আবিষ্কার করেছিল যার জন্যে এই হত্যা এবং ষড়্‌যন্ত্রের উদ্ভব হতে পারে ?”

ভবেশ বললে, “প্রথমতঃ আমাদের জানতে হবে এই নোটবইয়ের ভাষার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা। যদি থাকে তবে পিটার কুইলোকে এইভাবে হত্যা করবার কারণ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। এর সঙ্গে আরও কয়েকটা জিনিষের সন্ধান আমাদের নিতে হবে।—

নোটবইয়ে উল্লিখিত ঐ নামগোত্রহীন নাবিকের ডায়েরী কোথায় বা তাতে কোন্‌ বস্তুর সন্ধান দেওয়া ছিল ? জাহাজডুবির পর কুইলো রক্ষা পেয়েছিল কি উপায়ে ? এবং ঐ দেবমূর্ত্তিই বা তার হস্তগত হয়েছিল কেমন করে ? প্রত্নতাত্ত্বিক বলে খ্যাত ডাঃ রজত ব্যানার্জ্জি এডেনে কুইলোর দোকানে উপস্থিত হয়ে পাঁচশত টাকার বিনিময়ে ঐ দেবমূর্ত্তি হস্তগত করেছিলেন কেন ? তিনি কি তবে লষ্ট আটালাণ্টিস-সম্বন্ধীয় কোনও গোপন রহস্য অবগত আছেন ? খুব সম্ভব তাই। ঐ দেবমূর্ত্তির গুরুত্বও তাঁর অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তিনি ঐ সন্ধান পেলেন কি উপায়ে ? এখন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য ডাঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে দেখা করে কৌশলে এ বিষয়ে সন্ধান করা।”

পাঁচ

সকালবেলা ঘুরতে-ঘুরতে ভবেশ ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট একখানা দোতলা বাড়ী, সামনেই একটা ফুলের বাগান ; তারপর দেউড়ি। দেউড়ির দুপাশে দুটো প্রকাণ্ড বিলিতী ঝাউগাছ।

ভবেশ মনে-মনে বললে, প্রত্নতাত্ত্বিক হলেও লোকটা মনে-প্রাণে একজন কবি দেখতে পাচ্ছি। এরকম নিখুঁতভাবে বাড়ী সাজানো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

দেউড়ির সামনেই একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান লাঠি নিয়ে বসে খৈনি টিপছিল। ভবেশ তার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বাবু বাড়ীতে আছেন জমাদার সাহেব ?"

ভবেশের এই সম্বোধনে হিন্দুস্থানী দরোয়ান আনন্দিত হয়ে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ! সাব ত ঘরমে হ্যায়! লেকিন ভেট নেহি হোগা বাবু।"

ভবেশ জিজ্ঞাসা করলে, "তা কখন এলে তোমার সাহেবের সঙ্গে ভেট হবে বলতে পার ?"

দরোয়ান খৈনি টিপতে-টিপতে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে বললে, "কখ্নি ভেট হোগা আভি হাম্ বলনে নেহি সেক্তা। লেকিন সাবকা অর্ডার হ্যায়, ভেট করনেকা ওয়াস্তে কিসিকো ভিতর ঘুসনে মত দেনা।"

বিস্মিত ভবেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কেন জমাদার সাহেব ? তোমার সাহেবের বোখার হয়েছে নাকি ? না, তিনি খুব জরুরী কাজে ব্যস্ত আছেন ?"

জমাদার সাহেব উত্তর দিলে, "নেহি বাবু। কাল রাতমে এক ডাকু ভেট করনেকা ওয়াস্তে ভিতর যাকে সাবকো জখম্ করনে মাংতা থা।"

ভবেশ জিজ্ঞাসা করলে, "সে কি! সে তোমার সাহেবকে জখম করতে চেয়েছিল কেন?"

জমাদার বললে, "কেয়া জানে! কৈ দুষমন্ হোগা মালুম!"

ভবেশ প্রশ্ন করলে, "পুলিসে খবর দিয়েছিল তোমার সাহেব?"

জমাদার সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে, "নেহি! ডাকু ভাগ্‌নেকা পিছু সাব বোলা, কিসিকা ই বাত মত বোল্‌না। ইস্‌কা পিছু সাব পুলিসমে খবর ভেজ্‌া কি নেহি, মালুম নেহি হামারা! লেকিন আপ কিয়া পুলিশকা আদমী হ্যায়?"

তাচ্ছিল্যের সুরে ভবেশ বললে, "না, আমি পুলিসের কেউ নই। আমি তোমার সাহেবের সঙ্গে ভেট করতে এসে-ছিলাম অন্য কারণে। তা তোমার সাহেব কি আজকাল খুবই ব্যস্ত নাকি?"

জমাদার গর্ব্বিতভাবে উত্তর দিলে, "বহুৎ! সাব আভি কুছ ভারী কামমে হাত দিয়া। খানে-পিনেকাভি ফুরসৎ কভি কভি নেহি মিলতা।"

ভবেশ বললে, "তবে ত মুস্‌কিল হল দেখছি। আচ্ছা! আর একদিন না হয় আসব। তখন হয়ত বা তোমার সাহেবের সঙ্গে ভেট হলেও হতে পারে! নয় কি?"

দরোয়ান বললে; "জরুর! দোসরা রোজ আনেসে ভেট হোনে ভি সেকতা।"

ভবেশ আর বাক্যব্যয় না করে সেখান থেকে চলে গেল

এবং বাড়ী না ফিরে সোজা পুলিস-ষ্টেশনে এসে হাজির হল।

বিনোদবাবু তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "কি ব্যাপার বল ত? বেড়াতে-বেড়াতে পথ ভুলে এখানে এসে উপস্থিত হওনি ত?"

ভবেশ হেসে বললে, "নিশ্চয়ই না! এখানে এসেছি একটা প্রয়োজনে।"

বিনোদবাবু বললেন, "কি এমন হঠাৎ আবার প্রয়োজন ঘটল তোমার? যাই হোক, প্রয়োজনটা আর সময় নস্ট না করে ব্যক্ত করে ফেল।"

ভবেশ বললে, "ডাঃ রজত ব্যানার্জ্জি কাল রাত্রে তাঁর বাড়ীর ভেতরেই কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, এ সংবাদ আপনি জানেন?"

বিনোদবাবু বললেন, "না, এ রকম কোনও ঘটনা আমাদের কানে আসে নি। তা তুমি এ খবর..."

বাধা দিয়ে ভবেশ বললে, "সে কথা পরে হবে। কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গে আমার কিছু গোপন পরামর্শ আছে।"

বিনোদবাবু বললেন, "বিলক্ষণ! তোমার সঙ্গে গোপন পরামর্শ করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তোমার উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে একটা কিছু ঘটেছে।"

ভবেশ বললে, "আপনার অনুমান সত্যি। তবে সমস্ত ঘটনাটা এখন আপনার না শুনলেও ক্ষতি নেই। আমি আপনার সাহায্য চাই এবং সেটা কি ভাবে সম্ভব, সেই সম্বন্ধেই আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।"

প্রায় আধঘণ্টা পরামর্শের পর বিনোদবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "সব কিছুই বুঝলাম; কিন্তু আসল ব্যাপারটা আমার

মোটেই বোধগম্য হল না। তুমি কি মনে কর যে, কুইলোর হত্যাকারী এডেন থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়ে খেলতে সুরু করেছে?"

ভবেশ বললে, "সে কথা বিবেচনা করব পরে। আগে তার সম্বন্ধে কিছুটা সংবাদ জানা দরকার। তবে এটুকু আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, কুইলোর হত্যাকারী কোনও এক বস্তুর আকর্ষণে বর্ত্তমানে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং সম্ভবতঃ তার দ্বারা আরও দু'একটা নরহত্যা এখানে সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে এবং কার ওপর সে প্রথম আক্রমণ সুরু করবে, তা একমাত্র সে-ই জানে। আমি আগে থেকেই তার এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে চাই।"

বিনোদবাবু বললেন, "সব বুঝলাম। কিন্তু এডেনের পুলিস-অফিস থেকে এই সংবাদগুলো সংগ্রহ করতে কয়েকদিন দেরী হবে। এর ভেতরেই সে যদি রঙ্গমঞ্চে উদয় হয়?"

ভবেশ বললে, "হওয়াই খুব সম্ভব, এবং সেইজন্যেই আমার এত তাড়াতাড়ি। এডেনে সংগৃহীত প্রমাণের সাহায্যে আমি অদ্ভুত একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারব বলেই আশা রাখি।"

বিনোদবাবু বললেন, "আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত। আশা করি, দু'একদিনের ভেতরেই তোমার প্রয়োজনীয় সংবাদগুলো তুমি জানতে পারবে।"

ভবেশ বিনোদবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে পথে এসে দাঁড়াল। পথ চলতে-চলতে সে নিজের মনেই বলে উঠল, "ডাঃ ব্যানার্জ্জিকে আক্রমণ করেছিল কে এবং কেন? বিমলের কথিত ঐ দেবমূর্ত্তির জন্যেই কি? তবে কি ঐ নোটবইয়ের

কথা সত্যি? রূপকথার রাজ্য নষ্ট আটালান্টিস্ কি তবে সত্যিই মহাসাগরের তলদেশে বিরাজ করছে?"

পথ চলতে-চলতে মুহূর্তে ভবানী কল্পনায় চলে গেল সেইখানে—যেখানে যেতে হলে হাজার-হাজার বছর পিছিয়ে যেতে হবে হয়ত!—সে কতদূর, কোন্ অভাবনীয় গাঢ় যবনিকার অন্তরালে কে জানে!

ছয়

গভীর অন্ধকার রাত। ভবেশ সন্তর্পণে গা ঢাকা দিয়ে যখন ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল তখন কাছেই কোন বাড়ীর ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দুটো বেজে গেল। বাড়ীর দেউড়ি বন্ধ ছিল। হিন্দুস্থানী দরোয়ানেরও সন্ধান পাওয়া গেল না। ভবেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বাগানের রেলিং টপ্‌কে বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

রেলিংয়ের ধারেই বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছোট-ছোট গাছের ঝোপ। সেই ঝোপের ধারে-ধারে আত্মগোপন করে ভবেশ যতটা সম্ভব বাড়ীটা সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে নিলে; কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করবার কোনও উপায় সে দেখতে পেলে না।

বাড়ীর ঠিক পেছনে দোতালার একটা ঘরে এই গভীর রাতেও ভবেশ আলো দেখতে পেলে। সে সেইদিকে এগোতে যাবে এমন সময় হঠাৎ তার পেছনে ঝোপের ভেতর থেকে একটা খস্‌-খস্‌ শব্দ শুনতে পেয়ে, সে থমকে পেছন ফিরে তাকালে। অন্ধকারের ভেতরেও সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, সেখানে কোনও প্রাণী উপস্থিত রয়েছে। ঝোপ-গাছগুলো খানিকটা আন্দোলিত হয়ে স্থির হয়ে গেল। তারপর সব স্তব্ধ!

ভবেশ টর্চ্চটা পকেটে রেখে রিভলভারটা হাতে নিয়ে পা টিপে-টিপে সেই ঝোপগুলোর দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু চারিদিক ভাল করে খুঁজেও সে সেই ঝোপ-গাছগুলো আন্দোলিত হবার কোনও কারণ খুঁজে পেলে না।

আর বৃথা সময় নষ্ট না করে সে বাড়ীর নীচে এসে দাঁড়াল। তারপর বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে, নীচের একটা জানলা এমন ভাবে খানিকটা খোলা রয়েছে যে, দেখলেই মনে হয় কেউ যেন একটু আগে সেই জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকেছে।

ভবেশ মুহূর্ত্তমাত্র তার উপস্থিত কর্ত্তব্য ভেবে নিলে, তারপর তার হাতের রিভলভার তৈরি রেখে জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই হঠাৎ আলো জ্বলে উঠতে দেখে ভবেশ অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে এর কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে চারিদিকে তাকাতে লাগল। তারপর সে দেখলে, তার ঠিক পেছনেই হাত-চারেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পাতলা ছিপছিপে লোক। হাতে তার পিস্তলের মতই অদ্ভুত একটা অস্ত্র, মুখে বিদ্রূপের হাসি!

লোকটা ভবেশকে তার দিকে তাকাতে দেখেই বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলে উঠল, "গুড্ মর্ণিং মিস্টার! তা তোমার নামটা আমার জানা না থাকলেও তোমার অভ্যর্থনার কোনও ক্রুটী হবে না। আপাততঃ তোমার হাতের ঐ ক্ষুদে অস্ত্রটি ত্যাগ করতে পার। কারণ বর্ত্তমানে সেটা তোমার পক্ষে একেবারে নিষ্প্রয়োজন। আমার হাতের এই বস্তুটির তুলনায় ওটাকে একটা খেলনা বলতেও পার। তোমাকে এসব কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনও ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু তোমার মত মূর্খের দলকে সময় মত সাবধান করে দেওয়া উচিত তাদের নিজেদের উপকারের জন্যেই। যদি আমার উপদেশ অবহেলা করে ওটার দ্বারা তুমি মুক্তিলাভের চেষ্টা কর, তবে আমার এই অস্ত্রের পরীক্ষা তোমার দেহেই আমি প্রমাণ করব। বুঝতে পারছ আমার কথা? ওটাকে ত্যাগ কর।"

লোকটার সেই দৃঢ় এবং কঠোর আদেশ শুনে ভবেশ আর ইতস্ততঃ না করে হাতের রিভলভারটা মেজেতে ফেলে দিলে। রিভলভারটা মাটিতে পড়তে না পড়তেই লোকটা অতি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিলে। তারপর হেসে বললে, "তোমার মস্তিষ্কে কিছু সারবান পদার্থ আছে দেখতে পাচ্ছি। তোমার জন্যে আমি এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে আছি। কিন্তু দেরীতে এলেও তুমি এসেছ, আমাকে একেবারে নিরাশ কর নি; এইজন্যে তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র। এবার লক্ষ্মী ছেলের মত তোমার বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠ। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি তোমার পেছনে আছি।"

ভবেশ কোনও কথা না বলে বা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে অতি সহজভাবেই এই আদেশ পালন করলে। তারপর লোকটার আদেশ মত একটা ঘরে ঢুকবার পর পুনরায় আদেশ হল, "ওখানে যেমন আছ চুপ করে দাঁড়াও।"

ঘরের দরজা বন্ধ করে লোকটা সামনে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভবেশের মুখের দিকে তাকালে, তারপর প্রশ্ন করলে, "তুমি এই গভীর রাত্রিতে এখানে চোরের মত উপস্থিত হয়েছ কেন? তবে তুমিই কি—"

ভবেশ শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনিই তাহলে ডাঃ ব্যানার্জ্জি?"

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে আবার প্রশ্ন হল, "তুমি এখানে এসেছ কেন? কে তোমাকে পাঠিয়েছে?"

ভবেশ বললে, "আমি এসেছিলাম ডাঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে দেখা করতে।"

প্রশ্ন হল, "রাত দুটোর পর ডাঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে দেখা করবার সদিচ্ছা উদয় হল কেন তোমার ?"

ভবেশ মুহূর্ত্ত-মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে বললে, "ডাঃ ব্যানার্জ্জির সংগৃহীত লষ্ট আটালান্টিসের দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধে তাঁকে কয়েকটা কথা বলতে এসেছিলাম।"

ভবেশ স্পষ্ট দেখতে পেলে একটা দারুণ ভয় এবং সন্দেহ লোকটার চোখে-মুখে ফুটে উঠল এই কথা শুনে। সে তা গোপন করবার চেষ্টা করে বললে, "বটে ! কি কথা জানাতে এসেছিলে, শুনি ?"

ভবেশ বললে, "তিনি এডেনে পিটার কুইলোর দোকান থেকে যে মূর্ত্তিটা সংগ্রহ করে এনেছেন, সেটা একটা জাল মূর্ত্তি। আসল মূর্ত্তি কুইলো লুকিয়ে রেখেছিল।"

সন্দেহ-জড়িত স্বরে উত্তর হল, "অসম্ভব। কুইলো আমাকে প্রতারিত করেছে একথা আমি—কিন্তু—তুমি কে ? এ-খবর তুমি জানলেই বা কি উপায়ে ?"

ভবেশ বললে, "সে প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। আমার কথার সত্যতা বিচার করবার ভার আপনার ওপর।"

লোকটা দ্রুতপদে দেয়ালে টাঙ্গানো একটা প্রকাণ্ড ঘড়ির সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। তারপর কৌশলে সেটার ঢাকনা খুলে তার ভেতর থেকে একটা ছয় ইঞ্চি লম্বা মূর্ত্তি বের করলে। তারপর সেই মূর্ত্তিটা উজ্জ্বল আলোর সামনে নিয়ে গভীর ভাবে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করতে লাগল।

ভবেশ দেখতে পেলে তার হাতের ঐ মূর্ত্তিটা ব্রোঞ্জের—অথবা ঐ জাতীয়ই কোন ধাতুতে সেটা তৈরি। মূর্ত্তিটার অদ্ভুত আকৃতি দেখে সেটা কিসের মূর্ত্তি তা জানবার জন্যে সে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ লোকটা ফিরে কঠিন কণ্ঠে

বললে, "মিথ্যে কথা! এই মুর্ত্তিটাই আসল। কে তুমি? সত্যি করে বল—নইলে..."

কথা শেষ হবার আগেই দরজার কাছ থেকে কেউ বলে উঠল, "তার দরকার হবে না ডাঃ ব্যানার্জ্জি! কারণ, তোমাদের দুজনকেই একটু পরে এই দুঃখপূর্ণ পৃথিবী ত্যাগ করে অনন্ত-লোকে যাত্রা করতে হবে। কুইলো পূর্ব্বেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে—এবার তোমাদের পালা।"

ভবেশ এবং ডাঃ ব্যানার্জ্জি চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘদেহ পুরুষ। মুখ তার জমকাল দাড়ি-গোঁফে ভরা। সেই দাড়ি-গোঁফের আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠেছে একটা অমানুষিক হাসি!

তাদের তাকাতে দেখে সে বলে উঠল, "দরজা খুলে কি করে প্রবেশ করেছি ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছ? কিন্তু আমায় বাধা দিতে পারে এমন বস্তু দুনিয়াতে নেই, তার প্রমাণ ত স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ!"

হঠাৎ সিঁড়ির ওপর কতকগুলো ভারী পায়ের শব্দ শুনেই তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে ইতস্ততঃ না করে তৎক্ষণাৎ পর-পর দুবার গুলি করলে। ঘরের ইলেক্ট্রিক বাল্‌ব্ চূর্ণ হল—এবং সঙ্গে-সঙ্গে ডাঃ ব্যানার্জ্জির আর্ত্তনাদ ভবেশের কানে এল। অন্ধকারে একটা ঝটাপটির শব্দ, তারপর সব চুপ!

একটু পরেই নীচের বাগান থেকে কোন একটা হাউণ্ডের তীব্র চীৎকারে রাতের গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল। সেই তীব্র চীৎকার ভয়ের না উল্লাসের, বুঝতে পারা গেল না।

ভবেশ ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে স্তব্ধভাবে ভাবতে লাগল, "একি ব্যাপার! বাগানে হাউণ্ডের আবির্ভাব হল কোত্থেকে? হঠাৎ সে এমনভাবে চীৎকার করে উঠলই বা কেন?"

একটু পরেই ঘরের দরজায় প্রচণ্ড ভাবে ধাক্কা সুরু হল। বাইরে কেউ গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "ভেতরে কে আছ দরজা খোল। নইলে দরজা ভেঙ্গে আমরা ভেতরে ঢুকব।"

ভবেশর অবসাদ লোপ পেলে। সেই স্বর শুনে সে বুঝতে পারলে আগন্তুক আর কেউ নয়—স্বয়ং ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবু!

ভবেশ দরজা খুলতেই একটা তীব্র টর্চ্চের আলো তার চোখে-মুখে এসে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে বিস্মিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "ভবেশ! তুমি এখানে কেন?"

ভবেশ বললে, "সে কথা পরে শুনবেন। ডাঃ ব্যানার্জ্জি বোধহয় সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন, তাঁকে প্রথমে কোনও হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।"

কিন্তু টর্চ্চের আলোতে দেখা গেল ঘরের ভেতর কেউ নেই। ডাঃ ব্যানার্জ্জি বা তাঁর আততায়ী দুজনেই যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়েছে!

ভবেশ তার পকেট থেকে টর্চ্চটা বের করে চারিদিক তন্ন-তন্ন করে দেখে বললে, "অদ্ভুত ব্যাপার! ঘরের মেজেতে রক্ত দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে পিস্তলের গুলিতে ডাঃ ব্যানার্জ্জি আহত হয়েছিলেন। অথচ তিনি জলজ্যান্ত ঘর থেকে অদৃশ্য হলেন কি উপায়ে? আর ঐ ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি! ওটাই বা গেল কোথায়?"

তারপর ঘরের জানলার দিকে তাকিয়েই ভবেশ যেন ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলে। সে জানলার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলে, জানলার পরেই একটা ছোট বারান্দা। বারান্দাটা একটু ঘুরে গিয়ে নীচে যাবার সিঁড়ির সঙ্গে মিশে গেছে।

জানলার নীচে টর্চ্চের আলোতে দেখা গেল কতকগুলো

এলোমেলো পায়ের ছাপ। ভবেশ সেই পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েই বলে উঠল, "শীগগির বিনোদবাবু! এখনও আমরা তাদের দেখা পেতে পারি নীচের বাগানে। কি আশ্চর্য্য! এই কথাটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এখানে একটু আগেও সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল—আপনাদের এই ঘরে ঢুকবার আশায়। তারপর আপনারা উঠে আসবার পর সেই একই সিঁড়ি দিয়ে সে নীচে নেমে গেছে।"

বিনোদবাবু কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, "ডাঃ ব্যানার্জ্জি! তিনি কোথায়?"

ভবেশ বললে, "তিনিও ঐ পথেই প্রস্থান করেছেন। তবে স্বেচ্ছায় নয়। তার প্রমাণ বাগানে আশা করি দেখতে পাব।"

ভবেশ অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নীচে নেমে ছুটল বাগানের দিকে। বিনোদবাবু এবং তাঁর অনুচর চারজনও তার অনুসরণ করলে।

অন্ধকার নিস্তব্ধ বাগান। একটু আগেই এদিক থেকে কোনও হাউণ্ডের চীৎকার কর্ণগোচর হয়েছিল। অথচ এখন কিছুই বুঝবার উপায় নেই। মনে-মনে একটা ভয়ানক কিছুর আশঙ্কায় ভবেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা কি, তা সে অনুমানও করতে পারলে না।"

বাড়ী থেকে দেউড়িতে যাবার পথে পর-পর দুটো জিনিষ আবিষ্কৃত হল। সম্মিলিত অনুসন্ধানের ফলে কিছু সময়ের ভেতরেই গভীর ভাবে চিহ্নিত সারি-সারি কতকগুলো ভারী জুতোর চিহ্ন এবং বাগানের রেলিংয়ের ধারে সেই ঝোপগাছ-গুলোর সামনেই একটা লোকের দেহ দেখতে পাওয়া গেল। লোকটাকে পরীক্ষা করে বোঝা গেল, একটু আগেই সে মারা গেছে—গা তার তখনও উষ্ণ।

ভবেশ লোকটার গলার দিকে ইঙ্গিত করতে বিনোদবাবু সেদিকে তাকালেন। তার গলার নলি ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে, মুখের চারিদিকে সুতীক্ষ্ণ কতকগুলো আঁচড়ের দাগ।

আতঙ্কপূর্ণ দৃষ্টিতে বিনোদবাবু ভবেশের দিকে তাকালেন। কারও বুঝতে বাকী রইল না যে, একটু আগে তারা যে হাউণ্ডের ডাক শুনতে পেয়েছিল তার কারণ কি! অন্ধকার বাগানে এই লোকটিকেই হত্যা করেছিল সেই অজ্ঞাত হাউণ্ড।

ভবেশ বললে, "ভোর হবার আগে এই বাড়ীতে কাউকে ঢুকতে দেবেন না। কোনও জিনিষপত্রও যেন কেউ নাড়া-চাড়া না করে। দিনের আলোতে এই মারাত্মক খেলার কোন সন্ধান পাব আশা করি।"

ভবেশ টর্চ্চের আলোতে নিহত লোকটার মুখ ভাল করে দেখে বুঝল যে, সে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ডাঃ ব্যানার্জ্জির আততায়ী সেই দীর্ঘদেহ আগন্তুক সম্পূর্ণ সুস্থ দেহেই প্রস্থান করেছে। অথচ বাগানে হাউণ্ডের কবলে পড়ে প্রাণ হারাল এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি।

কিন্তু এই গভীর রাত্রে সে ঐ বাগানে এসেছিল কেন? একি তবে সেই আততায়ীর অনুচর? কে জানে? আর এই হাউণ্ডের মালিকই বা কে?

সাত

দিনের আলোতে বাগানের সেই পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করতে-করতে ভবেশ বললে, "এখন বুঝতে পারছি কাল রাত্রে ঐ অজ্ঞাত আততায়ীর সঙ্গে-সঙ্গে ডাঃ ব্যানার্জ্জির অন্তর্ধান হবার কারণ কি!"

বিনোদবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, "হ্যাঁ, ছাপগুলো মাটির ওপর যেমন ভাবে বসে গেছে তাতে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই লোকটি কোনও ভারী বোঝা বহন করে বাগান দিয়ে হেঁটে গেছে! এবং সেই ভারী বোঝা আর কিছু নয় স্বয়ং ডাক্তার ব্যানার্জ্জির দেহ।"

ভবেশ বললে, "ঠিক তাই। কিন্তু একজন খোঁড়া লোকের পক্ষে এতটা পথ একটা মানুষের দেহ বহন করে যেতে দেখে তার শারীরিক শক্তির কথা ভেবে আমি অবাক হচ্ছি।"

বিনোদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকটা খোঁড়া এ-সংবাদ তুমি পেলে কোত্থেকে?"

ভবেশ সেই ছাপগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "এই ছাপগুলোর বিশেষত্ব পরীক্ষা করলে আমার কথার মানে আপনার বোধগম্য হতে দেরী হবে না। ডান-পা এবং বাঁ-পায়ের ছাপগুলোর ব্যবধান দেখলে বোঝা যায় যে লোকটা অত্যন্ত ঢ্যাঙা, এবং তার বাঁ-পা মাটির ভেতর যেমন গভীর ভাবে বসেছে, ডান পা তেমন গভীর ভাবে বসেনি! তাতে প্রমাণ হয় যে লোকটা ডান-পায়ে খুড়িয়ে চলে।"

বিনোদবাবু বললেন, "বটে! এটা আমি এতক্ষণ খেয়াল

করিনি। তবে আমার মনে হয়, সে কাছাকাছিই কোথাও আত্মগোপন করে আছে অথবা সামনেই কোথাও তার আস্তানা। কারণ একটা লোককে কাঁধে করে বেশীদূর এগিয়ে যাওয়া তার পক্ষেও অসম্ভব। তাছাড়া অন্যান্য লোকের দৃষ্টি অতিক্রম করা সম্ভব হলেও বীটের পুলিসকে সে ফাঁকি দেবে কি করে ?”

ভবেশ বললে, “আমার ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম। পুলিসের হাতে ধরা পড়বার মত মূর্খ সে নিশ্চয়ই নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে এখানে কাল রাত্রে একা উপস্থিত হয়নি এবং ডাঃ ব্যানার্জ্জিকে নিয়ে সে দূরে কোথাও নির্বিঘ্নে প্রস্থান করেছে। তার জন্যে বাইরে কোথাও একটা মোটর অপেক্ষা করছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আজ সকালে আমি বাইরে মোটরের টায়ারের টাটকা চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। কালরাত্রে এখানকার বীটের কনষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা করলেও হয়ত সে আমার কথারই প্রতিধ্বনি করবে।”

বিনোদবাবু বললেন, “সে এতক্ষণে তার ডিউটি সেরে থানায় ফিরে গেছে কিন্তু তা হলেও আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তার কাছে এ বিষয়ে সংবাদ নিয়ে তোমায় জানাব। কিন্তু আর-একটা কথা এখানে ভাববার আছে। ঐ হাউণ্ডটা কার ? এবং কাল রাত্রে সেটা বাগানে উপস্থিত হয়েছিল কি উপায়ে ? আমি সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছি যে, ডাঃ ব্যানার্জ্জির কোনও হাউণ্ড কুকুর ছিল না। আশে-পাশে কারো বাড়ীতেও ঐ-জাতীয় কুকুর নেই। এই অবস্থায় ঐ হাউণ্ডের সমস্যা সমাধান হবে কি উপায়ে ?”

ভবেশ বললে, “সে কথা এখন আন্দাজে বলা অসম্ভব। তবে আমার মনে হয় যে, ডাঃ ব্যানার্জ্জির আততায়ীরা

ঐ হাউণ্ড তাদের সঙ্গেই মোটরে করে নিয়ে এসেছিল এবং তাদের সঙ্গেই আবার নির্ব্বিবাদে সে চলে গেছে। অবশ্য আমার এই অনুমান সত্যি কিনা একথা এখন বলা চলে না। আর হাউণ্ডের কবলে পড়ে মৃত ঐ লোকটিই বা কে? সে এখানে উপস্থিত হয়েছিল কেন? ঐ হাউণ্ডটা হঠাৎ তাকে আক্রমণ করার কারণ কি? এ সমস্ত ব্যাপারই গভীর রহস্যাবৃত। তবে যতদূর মনে হয়, কাল রাত্রে আমি ছাড়া এই বাড়ীতে রাতের অন্ধকারে আরও দুজন বিপরীত পক্ষীয় লোক গোপনে উপস্থিত হয়েছিল। একজন নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করলেও আর-একজন হাউণ্ডের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। এখন আমাদের সন্ধান নিতে হবে, এই মৃত লোকটি কে!"

মৃত লোকটির পকেট থেকে বেরোলো কতকগুলো মুদ্রা ও ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীর ঠিকানা-সংযুক্ত একখানা ময়লা কাগজ।

মৃত লোকটির মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে তাকিয়ে ভবেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। সে চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেলে তার দিকে কারো দৃষ্টি নেই, বিনোদবাবু একটা কনস্টেবলের সঙ্গে কথা বলছেন। এই সুযোগটুকু ভবেশ ত্যাগ করলে না। সে তাড়াতাড়ি মৃতব্যক্তির মুষ্টিবদ্ধ হাতের ভেতর থেকে অতি সন্তর্পণে কিছু সংগ্রহ করে একটা কাগজে জড়িয়ে সেটা পকেটে রাখলে।

বিনোদবাবু একটু পরে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, "লোকটার পকেটে তার পরিচয় জানতে পাবার মত কিছু পেলে?"

ভবেশ বললে, "না। কতকগুলো মুদ্রা এবং একখানা কাগজ ছাড়া আর কিছুই নেই। এ থেকে এর পরিচয় উদ্ধার হতে পারে না।"

তারপর একটু ভেবে বললে, "এখন আমি বাড়ী ফিরব। কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা কথা জানবার আছে। আপনি কাল রাত্রে হঠাৎ এই বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন?"

বিনোদবাবু বললেন, "সে কথা তোমায় আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। রাত প্রায় দেড়টার সময় ফোনের শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ফোনের রিসিভার কানে তুলতেই কারো গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "এখুনি ডাঃ রজত ব্যানার্জ্জির বাড়ী আসুন। কোন প্রশ্ন করবেন না। এখানে এলেই কারণ বুঝতে পারবেন।"

লোকটার কথার ভেতরে দৃঢ়তা এবং আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তার কথা শুনে মনে পড়ল তোমার কথা। আজ সকালে তুমি আমায় বলে ছিলে যে, আগের দিন রাত্রে ডাঃ ব্যানার্জ্জি আক্রান্ত হয়েছিলেন। সুতরাং আমি দেরী না করে থানায় চলে এলাম। তারপর কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে এখানে চলে আসি। কিন্তু একটা কথা শুনলে তুমিও অবাক্ হবে। আমি এক্সচেঞ্জকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম যে, ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ী থেকেই ঐ ফোন করা হয়েছিল।"

ভবেশ জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে পৌঁছে আপনি অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি?"

বিনোদবাবু বললেন, "না। তবে বাড়ীর ভেতরে ঢুকবার দরজাটা খোলা ছিল। তা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে হয়ত ভেতরে একটা কিছু ঘটেছে। আমরা সোজা ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসি। তারপর কি ঘটেছে, তুমি জান।"

আট

ভবেশকে বারে বারে কোনটার দিকে তাকাতে দেখে বিজয় জিজ্ঞাসা করলে, "মনে হচ্ছে তুমি কারও কাছ থেকে কোনও সংবাদের আশায় আছ ?"

ভবেশ বললে, "হ্যাঁ ! বিনোদবাবুর কাছ থেকে বিকেলেই আমি নূতন কিছু জানতে পারব বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু রাত আটটা বাজে অথচ কোনও সংবাদ নেই ! ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। পোষ্ট-মোর্টেমের রিপোর্টটা আমার জানা প্রয়োজন ছিল।"

বিজয় বললে, "লোকটা মারা গেছে হাউণ্ডের কবলে পড়ে। এ ছাড়া নূতন কি সংবাদ পাবে বলে তুমি আশা কর ?"

ভবেশ মৃদু হেসে বললে, "লোকটার মৃত্যু সম্বন্ধে আমার কিছু জানবার নেই। আমি জানতে চাই অন্য কিছু। মৃত লোকটির দেহের রং নিকষ কালো হলেও সেটা তার ছদ্মবেশ মাত্র—আসল রং নয়। কোনও কারণে কালো রংয়ের সাহায্যে তার আত্মগোপন করবার প্রয়োজন ছিল বলেই সে এই পন্থা গ্রহণ করেছিল।"

বিজয় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বললে, "সে কি ? এ কথা তুমি জানলে কি করে ?"

ভবেশ বললে, "দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে। দিনের আলোতে মুখের গঠন এবং দেহের রং দেখে আমার মনে একটা খট্‌কা লেগেছিল। স্বাভাবিক দেহের রং ও-রকম হতে পারে না এবং ওই মুখেরও এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যা ভারতবাসীর

হতে পারে না। তারপর একটু চেষ্টাতেই আমার মনের এই খট্‌কা ঘুচে গেল।”

এমন সময়ে তাদের কথায় বাধা পড়ল ফোনের শব্দে। ভবেশ রিসিভার তুলতেই বিনোদবাবু বললেন, “হ্যাল্লো! ভবেশ! আমি পুলিস-অফিস থেকে কথা বলছি। অতি অদ্ভুত কতকগুলো সংবাদ শোনবার জন্যে প্রস্তুত হও। প্রথমতঃ ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাগানে হাউণ্ডের দ্বারা নিহত ব্যক্তি ভারতবাসী বা কোন কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি নয়। সে খাঁটি ইউরোপীয় এবং তার দেহের প্রকৃত রংও ইউরোপীয়ানের। কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সে দেহের রং গোপন করেছিল। তারপর আজ সন্ধ্যার পর ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ী দুজন লোক গোপনে প্রবেশ করে ডাঃ ব্যানার্জ্জির ঘরে পেট্রলের সাহায্যে আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রস্থান করেছে। দমকলের সাহায্যে আগুন নেভান সম্ভব হলেও ঘরের ভেতরের যাবতীয় বস্তু ভস্মীভূত হয়েছে। বুঝতে পেরেছ? আমার কথা শুনে আমাকে পাগল বলে বোধ হচ্ছে না ত?”

ভবেশ হেসে বললে, “ঠিক তার উল্টোটাই বোধ হচ্ছে, পাগল নন! কারণ প্রথম সংবাদটি আমার কাছে একেবারেই নতুন নয় এবং দ্বিতীয় সংবাদের উত্তরে এটুকু বলা যেতে পারে যে, ডাঃ ব্যানার্জ্জির ঘরে আগুন লাগানো তাদের ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, আগুন লাগাবার আগেই তাদের মৃত্যুবাণ আমার হাতে এসেছে। তাদের এই কাজের দ্বারা তারা অজ্ঞাতে আমার অনেকটা উপকার করেছে বলতে হবে। দারুণ অন্ধকারের ভেতরে একটা পথ আমি দেখতে পাচ্ছি। এজন্যে তারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। আর কোনও খবর?”

বিনোদবাবু বললেন, “হ্যাঁ! বীটের কনষ্টেবলের কাছে

মূর্ত্তিটা উজ্জ্বল আলোর সামনে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল

জানতে পারলাম যে রাত প্রায় আড়াইটের সময় একখানা প্রকাণ্ড সীডান-বডি গাড়ী সে দেখতে পেয়েছিল। সে তখন ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ী থেকে আধ মাইল দূরে ছিল। তার মনে হয়েছিল যে গাড়ীখানা ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীর দিক থেকেই যেন এসেছিল। অতরাত্রে গাড়ীখানা সে লক্ষ্য করেছিল মাত্র, তার গন্তব্য পথে বাধা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি। কারণ, গাড়ীর ভেতর সে অস্বাভাবিক কিছুই দেখেনি।"

ভবেশ বললে, "নিহত লোকটার ফটোর একখানা কপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে। লোকটার সম্বন্ধে কোনও নতুন সংবাদ জানতে পেরেছেন কি ?"

বিনোদবাবু উত্তর দিলেন, "না। লোকটার সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানতে পারিনি। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, লোকটা খুব সম্ভব কোনও জাহাজে চাকরি করত।"

ভবেশ জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার এই অনুমানের কারণ ?"

বিনোদবাবু উত্তর দিলেন, "কারণ, লোকটার হাতের উল্কি। লোকটার ডান হাতে দুটো উল্কি আঁকা রয়েছে। একটা জাহাজের নোঙর আর ইংরেজীতে লেখা রয়েছে জনসন। এই দুটো উল্কি থেকে মনে হয়, সে কোনও জাহাজে কাজ করত এবং তার নাম জনসন। কলকাতার বন্দরগুলোতে সবগুলো জাহাজেই আমি সন্ধান নেবার ব্যবস্থা করেছি। আশা করি এই লোকটার সম্বন্ধে শীগগির আরও কিছু জানতে পারব।"

ভবেশ অস্ফুট স্বরে বললে, "নোঙরের উল্কি আঁকা, নাম জনসন! এই নাম এর আগে আমি কোথায় শুনেছি ঠিক মনে পড়ছে না, যাই হোক লোকটার একখানা ফটো আমায় পাঠিয়ে দেবেন, এবং বাগানে সংগৃহীত খোঁড়া লোকটির জুতোর ছাপ প্যারিস প্লাস্টারে দুটো করে কপি তৈরি করে

সাবধানে রেখে দেবেন। ভবিষ্যতে আমাদের প্রয়োজন হতে পারে।"

ভবেশ রিসিভারটা রেখে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "জনসন! সী-হক্ জাহাজের আর-একটি নাবিক রঙ্গমঞ্চে উদয় হয়ে আবার অদৃশ্য হল। সী-হক্ জাহাজ ডুবে গেলেও এরা রক্ষা পেয়েছিল কি উপায়ে? এবং কোন্ রহস্যের পেছনে এরা এমন উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে কে জানে!

বিজয় বললে, "নোটবইটাতে লেখা আছে যে সী-হক্ জাহাজ-ডুবির আগে দুজন বিশ্বাসঘাতক গোপনে একটা বোটে করে জাহাজ থেকে পলায়ন করেছিল। জনসন সী-হক্ জাহাজের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিল একথা তোমার অজানা নেই। হয়ত সেই বিশ্বাসঘাতকদের ভেতরে জনসনও একজন। বিশেষতঃ সমুদ্রগর্ভে লস্ট আটালান্টিসের সন্ধানে যারা অভিযান করে জীবন নিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসেছিল, তাদের ভেতরে জনসনও ছিল।"

ভবেশ চিন্তিতভাবে বললে, "তোমার কথা সত্যি হলেও এদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সমাধান হয় না। ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত ঐ অদ্ভুত মূর্ত্তিটার জন্যে এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন এবং ওতে কিসের সন্ধান দেওয়া আছে বোঝা অসাধ্য।"

বিজয় কথার মোড় ঘুরিয়ে বললে, "সে সন্ধান পরে হবে। কিন্তু বিনোদবাবুর কথার উত্তরে তুমি বললে যে অপরাধীদের মৃত্যুবাণ তোমার হস্তগত হয়েছে, এ-কথার মানে কি?"

ভবেশ বললে, "আমার ল্যাবরেটরীতে এস। তা হলেই বুঝতে পারবে।"

ভবেশ চেয়ার থেকে উঠে তার ল্যাবরেটরীর দিকে চলল। বিজয় কৌতূহলী হয়ে তার অনুসরণ করলে।

নয়

ভবেশ তার ড্রয়ার থেকে দুখানা খাম বের করে বিজয়ের হাতে দিয়ে বললে, "এই খাম দুখানা আমি ডাঃ ব্যানার্জ্জির ঘরে তাঁর টেবিলের একটা গুপ্ত ড্রয়ার থেকে নিয়ে এসেছি। কাল রাত্রের ঘটনার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, ডাঃ ব্যানার্জ্জির ঘরে আমি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কোন সূত্র নিশ্চয়ই খুঁজে পাব। আমার বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি। গুপ্ত ড্রয়ারের এই চিঠি দুটোই তার প্রমাণ।

চিঠি দুটোর ওপর ডাঃ ব্যানার্জ্জির ঠিকানা লেখা রয়েছে। সুতরাং এই চিঠি দুটো তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছিল তাতে কোনও ভুল নেই। এইবার ওই চিঠি দুটো খাম থেকে বের করে পড়তে পার।"

বিজয় কোনও কথা না বলে খাম দুটো থেকে চিঠি দুখানা বের করলে। প্রথম চিঠিটা খুলতেই দেখা গেল, তাতে কতকগুলো ইংরেজী অক্ষর সাজান রয়েছে :—

IAMW3EIOT.LRYLSIMTKEUZENFTHSYD
E. OMXUJNAQVTWINCBI4WG2NHXMTYJ
OZDNS. X3. GP2.QV3F09.ILTIKAC2KFGEP5
CGPAH6R7BE8103QFORTLZ. H8KE E7IOY
DWHOMOL9SEA6NDEEX. 4MNIYA5. FBTO
C9LGJLVLOJNWUASBPJOTOLPHPQN VK.
SLTOZGN.FH

বিজয় ভবেশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার মুখে মৃদু

হাসি! সে এই চিঠির অর্থ বোঝবার জন্যে কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করে বললে, "না! মাথা-মুণ্ডু কিছুই বোঝবার উপায় নেই। চিঠিখানা সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা হয়েছে এবং সেই সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার না জানলে এর অর্থ বের করা কঠিন। তুমি উদ্ধার করতে পেরেছ এই চিঠির আসল উদ্দেশ্য?"

ভবেশ বললে, "হ্যাঁ! তবে বহু চেষ্টার পর। এই 'কোড' ব্যবহার করা হয়েছিল শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে স্বপক্ষীয় লোককে আসল বক্তব্য বোঝাবার জন্যে। এই চিঠিটা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে ডাঃ ব্যানার্জ্জি এই কোডের গুপ্তপ্রণালী জ্ঞাত ছিলেন এবং পত্রপ্রেরকও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচিত ব্যক্তি। চিঠিটার প্রথম অক্ষর I, তারপর দুটো করে অক্ষর ত্যাগ করে তৃতীয় অক্ষর সংগ্রহ করলেই চিঠির বক্তব্য বোঝা যাবে। আমি একটা কাগজে লিখে রেখেছি। এই দেখ।"

ভবেশ একখানা কাগজ বিজয়ের হাতে দিল। বিজয় দেখলে, তাতে লেখা রয়েছে:—

I WILL MEET YOU AT NIGHT ON
3.2.39. TAKE CARE OF THE IDOL
ENEMY FOLLOWS. JOHNSON.

ভবেশ বললে, "ইংরেজীতে এই কথাগুলো ব্যক্ত করা হয়েছে যার বাংলা অর্থ এই: "আমি তোমার সাথে ৩-২-৩৯ তারিখে রাত্রে দেখা করব। মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে সাবধান। শত্রুপক্ষ অনুসরণ করছে। জনসন।"

বিজয় বললে, "কি সর্ব্বনাশ! জনসন তাহলে কাল রাত্রে ডাঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? এই চিঠিতেও ত কালকের তারিখই দেওয়া আছে।"

ভবেশ বললে, "হ্যাঁ! জনসন্ ডাঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে দেখা

করতে এসে শত্রুর হাউণ্ড দ্বারা নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়েছে। বেশ, এবার ঐ দ্বিতীয় চিঠিখানা পড়ে দেখ।”

বিজয় দ্বিতীয় চিঠিখানা খুলে দেখতে পেলে তাতে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে সাধারণ ভাষায় লেখা আছে—

> মহাশয়, এতদ্দ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, আমাদের লোক অদ্য রাত্রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। আপনি কোনও প্রশ্ন না করিয়া তাহার হাতে এডেনে পিটার কুইলোর দোকান হইতে সংগৃহীত ঐ ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রদান করিবেন। আপনাকে জানান যাইতেছে যে, ইহাতে আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। ঐ মূর্ত্তিটার মূল্য বাবদ ঐ লোক মারফৎ আপনাকে এক হাজার টাকা প্রদান করা হইবে। আপনাকে সতর্ক করা হইতেছে যে, আপনি পুলিসের সাহায্য গ্রহণ অথবা এই আদেশ অমান্যের চেষ্টা করিবেন না। আদেশানুসারে—
>
> জন্ ডিক্স্

চিঠিটা দু'-তিনবার ভাল করে পড়ে বিজয় বললে, “চিঠিটার ভাষা অতি সাধারণ হলেও এতে দৃঢ়তার অভাব নেই। পত্র-প্রেরক তার নাম গোপন করবার জন্যে কোনও চেষ্টা করে নি। নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তার আস্থা অপরিসীম বোধ হচ্ছে। অবশ্য চিঠির এই নাম সত্যি কিনা সে কথাও বিচার্য্য।”

ভবেশ বললে, “জন্ ডিক্স্! চিঠির এই নাম কোনও কাল্পনিক নাম নয়। গোপন করবার ইচ্ছে থাকলে শুধু নীচের নাম নয়, চিঠির আসল বক্তব্যও কৌশলে প্রকাশ করা হত। নিজেদের ওপর এদের বিশ্বাস অপরিসীম বলেই চিঠিতে খোলাখুলি এরা সব কিছু প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে নি। ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে আগুন লাগানো হয়েছিল সম্ভবতঃ এই

চিঠিখানা ধ্বংস করবার জন্যেই। কারণ ডাঃ ব্যানার্জ্জির অন্তর্দ্ধানের পর তারা খুব ভালভাবেই জানত যে পুলিস ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ী তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখবে, এবং তার ফলে এই চিঠি পুলিসের হস্তগত হলে তাদের বিপদের সম্ভাবনা ছিল বলে তারা জানত। সেই জন্যেই তারা সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পলায়ন করেছে। চিঠিটা যেখানেই থাক্‌, সেটাও সেই আগুনে ভস্মীভূত হত সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগেই যে সেটা আমার হাতে পড়েছে, এ সংবাদ তারা জানে না।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু ডাঃ ব্যানার্জ্জি এই সংবাদ পুলিসে জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন নি কেন?"

ভবেশ হেসে বললে, "তিনি এই সংবাদ গোপন রেখেছিলেন তাঁর সুবিধের জন্যেই। জনসন তাঁর পরিচিত। তা ছাড়া জনসনের এই চিঠি এবং কালকের রাতের ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে তিনিও এই রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছেন। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিটা কেন তিনি এডেন থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন এবং ঐ মূর্ত্তিটাতে কিসের সন্ধান দেওয়া ছিল, তা আজও আমার অগোচর। পুলিশের কাছে এই চিঠির কথা প্রকাশ করে সাহায্য চাইলে তাদের কাছে সব কিছু খুলে বলতে হত। কিন্তু ডাঃ ব্যানার্জ্জি তা চান নি বলেই এ কথা কাউকে জানান নি। শত্রুর চরের অভ্যর্থনার আশায় তিনি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন এবং আমাকে গভীর রাত্রে চুপি-চুপি তাঁর বাড়ী প্রবেশ করতে দেখে আমাকেই শত্রুর চর বলে অনুমান করেছিলেন। অবশ্য এই ভুল তাঁর পরে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সুতরাং বুঝতেই পারছ যে ডাঃ ব্যানার্জ্জির সাহসেরও অভাব ছিল না।"

দশ

পরদিন দুপুর বেলা বিনোদবাবু ব্যস্তভাবে ভবেশের বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন।

কোনও জরুরী সংবাদ আছে মনে করে ভবেশ তাঁর দিকে তাকাতে তিনি একটা চেয়ারে বসে বললেন, "এডেনের পুলিস-অফিস থেকে পিটার কুইলোর হত্যাকারীর পদচিহ্ন এসে পৌঁচেছে। কুইলোর দোকানের একজন কর্ম্মচারীর সাক্ষ্যাতে জানা গেছে যে, কুইলোর মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একজন দীর্ঘদেহ লোককে দোকানে প্রবেশ করতে দেখেছিল। তারপর সে অন্য ঘরে কাজে ব্যস্ত থাকাকালে হঠাৎ দোকানের ভেতর পিস্তলের আওয়াজ শুনে ছুটে এসে দেখতে পায় কুইলো আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় সেই দীর্ঘদেহ আগন্তুক তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছে। সেই আগন্তুক ব্যক্তির মুখ সে ভাল করে লক্ষ্য করে নি বলে তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। কুইলোর মৃত্যুতে সে তখন এত অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, হত্যাকারীকে বাধা দেওয়া বা সাহায্যের জন্যে চাৎকার করার কথাও মনে হয় নি।

এই কথা জানতে পেরে আমি ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাগানের সেই পায়ের ছাপগুলির সঙ্গে কুইলোর হত্যাকারীর পায়ের ছাপ মিলিয়ে দেখলাম। কারণ আমার ধারণা হয়েছিল, কুইলোর হত্যাকারী এবং ডাঃ ব্যানার্জ্জির আততায়ী একই লোক। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিরাশ হয়েছি। দুটো ছাপের সঙ্গে এইটুকু মাত্র মিল আছে যে, দুজনেই অত্যন্ত

ঢ্যাঙা। কিন্তু আর কোন বিষয়ে দুটোর কিছুমাত্র মিল নেই। দুটো ছাপই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তির।

ভবেশ বললে, "তাতে নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই। কুইলোর হত্যাকারী এবং ডাঃ ব্যানার্জ্জির আততায়ী একই লোক না হলেও একই দলের লোক। এদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে বোধ হচ্ছে যে এরা দুর্ব্বল নয় এবং তাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে তারা কোন কাজেই পিছপাও নয়।"

বিনোদবাবু বললেন, "তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ঐ মুর্ত্তিটার মধ্যে কোন্ ধনভাণ্ডারের সন্ধান দেওয়া আছে যে তারা এসব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে?"

ভবেশ বললে, "সে রহস্য আজও আমার কাছে অজ্ঞাত। তবে তারা যে বৃথা এত কষ্ট স্বীকার করছে তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। ডাঃ ব্যানার্জ্জি এ সম্বন্ধে অনেক কথাই হয়ত আমাদের জানাতে পারতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি শত্রুর হাতে বন্দী। শত্রুপক্ষ তাঁকে কোথায় স্থানান্তরিত করেছে, তাও আমাদের জানা নেই। জনসনের বাসস্থান বা তার গতিবিধির সন্ধান পেলে হয়ত বা শত্রুপক্ষের কোনও একটা হদিস পাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু সে আশায় বৃথা কালক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সুতরাং বর্ত্তমানে আমাদের সামনে একটিমাত্র উপায় রয়েছে। সেটা হচ্ছে কৌশলে শত্রু-পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।"

বিনোদবাবু বললেন, "তোমার মতলবটা ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না। কি উপায়ে তুমি শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে শুনি? আর তাতে লাভই বা কি হবে? ঐ ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিটি তাদের হস্তগত হয়েছে। সুতরাং এবার তারা রঙ্গমঞ্চ থেকে কোন চিহ্ন না রেখেই অদৃশ্য হবে।"

ভবেশ বললে, "হয়ত তাই ঘটত, যদি না আমার কাছে তাদের সম্বন্ধে কতকগুলো প্রমাণ থাকত।"

ভবেশ একে-একে সমস্ত ঘটনা স্পষ্টভাবে বিনোদবাবুর কাছে ব্যক্ত করলে। তারপর বললে, "এখন বুঝতে পারছেন যে ঐ চিঠি দুটো এবং ঐ ডায়েরীখানা যতক্ষণ আমার হাতে আছে, ততক্ষণ তারা নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। তাই যদি হত, তবে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তারা ডাঃ ব্যানার্জ্জির ঘরে আগুন লাগাতে আসত না। আমি ঐ নোটবই এবং চিঠি দুটোর সাহায্যে শত্রুপক্ষকে ফাঁদে ফেলতে চাই। শত্রু-পক্ষের সন্ধান পেলে কুইলোর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করাও অসাধ্য হবে না। মৃত জনসনের প্রকৃত পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি এ সংবাদ বাইরের কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। তার পরের ব্যবস্থা আমিই করব। কিন্তু তার আগে আপনাকে কতকগুলো কাজের ভার নিতে হবে।"

বিনোদবাবু বললেন, "কি কাজের ভার, বল।"

ভবেশ বললে, "কালকের রাতের সমস্ত ঘটনা সহরের সমস্ত ইংরেজী এবং বাংলা সংবাদপত্রের আফিসে পাঠিয়ে দিন। তার ভেতরে শুধু কয়েকটা ব্যাপার গোপন করে যান এবং কয়েকটা ঘটনা একটু অতিরঞ্জিত করুন। আমি সব বুঝিয়ে বলছি আপনাকে, তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার কাজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ভবেশ বিনোদবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রায় আধঘণ্টা পরে থানা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সে আপন মনে পথ চলছিল বলে বুঝতে পারলে না যে একটা লোক দূর থেকে ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করে আসছে।

এগারো

সকালের সংবাদপত্রখানা খুলেই ভবেশ দেখতে পেলে তার প্রথম পৃষ্ঠাতেই সেদিনকার রাতের ঘটনা হুবহু ছাপা হয়েছে। একটু হেসে ভবেশ খবরের কাগজখানা মনোযোগ দিয়ে পড়তে স্বরু করলে।

ঘটনার বিবরণ শেষ হবার পর লেখা রয়েছে ঃ—

"প্রসিদ্ধ অপরাধতত্ত্ববিদ মিঃ ভবেশ গুপ্ত ডাঃ ব্যানার্জ্জির ঘর হইতে দুইখানা গোপনীয় পত্র এবং একখানা বহু পুরাতন নোটবই উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই যে, গুপ্তস্থানে রক্ষিত ঐ নোটবই এবং চিঠি দুইখানির জন্যই দস্যুদল ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে গোপনে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল যাহাতে ঐ কয়টি জিনিষ আগুনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মিঃ গুপ্তের দূরদৃষ্টি এবং অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি আশা করেন যে, ঐ কয়টি জিনিসের সাহায্যে দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করা অচিরেই সম্ভব হইবে। কিন্তু দস্যুদল কেন ডাঃ ব্যানার্জ্জিকে গভীর রাত্রিতে আক্রমণ করিয়াছিল—হাউণ্ডের দ্বারা নিহত ঐ ব্যক্তি কে—তাহা এখনও গভীর রহস্যাবৃত। আমরা ঐ নিহত লোকটির প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক। আশা করি মিঃ গুপ্তের সাহায্যে পুলিস শীঘ্রই ডাঃ ব্যানার্জ্জিকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। আমরা গভীর আগ্রহের সহিত এই ঘটনার মীমাংসার আশায় রহিলাম।"

ভবেশ মৃদু হেসে বললে, "বিনোদবাবু চমৎকার ভাবে

সাজিয়ে ঘটনাটা ব্যক্ত করেছেন দেখছি। এখন আমাদের বন্ধুরা কিভাবে এই সংবাদ গ্রহণ করবে তাই ভাবছি।”

বিজয় সংবাদপত্রখানা পড়ে বললে, “সে কি? সমস্ত গোপন তথ্যই যে এতে প্রকাশিত হয়েছে দেখছি। এর মানে? শত্রুপক্ষকে এসব গোপন সংবাদ জানালে তারা সতর্ক হবে এবং তার ফলে এই রহস্যের মীমাংসাও সুদূর-পরাহত হবে নাকি?”

ভবেশ হেসে বললে, “কিন্তু এর ফলে ঠিক উল্টোটাই আমি শত্রুপক্ষের কাছ থেকে আশা করছি। এই পথ আমি অবলম্বন করতাম না যদি অপরাধীর দল ভীরু হত। কিন্তু গত কয়েকদিনের ব্যাপারে তুমিও এটা বেশ বুঝতে পেরেছ যে, তারা আর যাই হোক ভীরু নয়! সাহস তাদের অপরিসীম এবং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাসও রাখে যথেস্ট। সুতরাং খবরের কাগজে এই সংবাদগুলো জানবার পর তারা তাদের প্রথামত কাজে অগ্রসর হবে। এখন বুঝতে পারছ বোধহয় এটা একটা চার বিশেষ। রুইমাছ এবং পুঁটি মাছের চার এক হতে পারে না। সুতরাং এদের সন্ধান পাবার জন্যে আমাকে আমাদের দ্বারা সংগৃহীত গোপন তথ্যের চার ফেলতে হয়েছে। আমার যদি কোনও মারাত্মক ভুল না হয়ে থাকে, তবে শীগ্‌গিরই আমরা অপরাধীদের সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হব। কিন্তু এবার থেকে সুরু হবে আগুন নিয়ে খেলা। মুহূর্তের ভুলে বা অসাবধানতার ফলে ঘটবে অপমৃত্যু। সুতরাং হুঁশিয়ার!”

এমন সময়ে সেই ঘরে ঢুকলো ভৃত্য কেশব। ভবেশ তার দিকে তাকাতেই সে বললে, “একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে বললে যে কোনও জরুরী দরকারে

এখনি আপনার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। আমি তাকে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে বলে আপনাকে জানাতে এলাম।"

ভবেশ আনমনে বললে, "আমার সঙ্গে জরুরী প্রয়োজন! লোকটা কি রকম দেখতে বল ত?"

কেশব বললে, "লোকটাকে বাঙ্গালী বলেই মনে হল। এর আগে তাকে কখনও আসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।"

ভবেশ চেয়ার থেকে উঠে বলল, "চল।"

ড্রয়িংরুমে একজন লোক একটা কৌচে বসে অপেক্ষা করছিল। ভবেশকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সে তাকে অভিবাদন করে বললে, "আপনার নামই ভবেশ গুপ্ত বোধহয়?"

ভবেশ শান্তভাবে বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারলাম না। আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন বলুন?"

লোকটা উত্তর দিলে, "আমাকে আপনি চেনেন না একথা ঠিক! কোন দিন আপনার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ও হত না, যদি হঠাৎ এই ঘটনাটা না ঘটত।"

ভবেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে, "আপনার বক্তব্যটা খুলে বলুন মিঃ..."

লোকটা হেসে বললে, "আমার নামটা আপনাকে বলা হয় নি। আমার নাম সলিল সেন। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি এমন একটা মূল্যবান সংবাদ নিয়ে, যা জানবার জন্যে আপনাদের আগ্রহের সীমা নেই। ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে হাউণ্ডের কবলে নিহত লোকটির পরিচয় আমার অজ্ঞাত নয়। আমি তাকে খুব ভালভাবেই চিনতাম।"

আগ্রহভরা কণ্ঠে ভবেশ বললে, "আপনি তাকে চিনতেন? আপনার কোনও ভুল হয়নি ত সলিলবাবু?"

লোকটা দৃঢ়স্বরে বললে, "না, আমার কোনও ভুল হয়নি। ঐ মৃত ব্যক্তিও আমার পরিচিত এবং তার মৃত্যুর কারণও হয়ত আমি কিছু-কিছু জানি।"

ভবেশ বললে, "আপনি যা কিছু জানেন খুলে বলুন সলিল-বাবু। আমাদের মত আপনিও নিশ্চয়ই তার হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি প্রার্থনা করেন। আপনার কাহিনী শুনে তার হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হতেও পারে।"

সলিল সেন গম্ভীরভাবে জবাব দিলে, "আমি যা জানি সব কিছুই খুলে বলছি। কিন্তু আমার নাম আপনার গোপন রাখতে হবে। আমার কাছ থেকে এই সংবাদ আপনারা সংগ্রহ করেছেন এ কথা বাইরে প্রচারিত হলে, তার ফলে আমার অদৃষ্টে ঘটবে অপমৃত্যু।"

ভবেশ বললে, "আপনার কোনও ভয় নেই। আপনার নাম বা বক্তব্য বাইরের কেউ জানতে পারবে না। আপনি নির্ভয়ে আপনার কাহিনী ব্যক্ত করুন।"

সলিল সেন একটু ভেবে বললে, "ডাঃ রজত ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে নিহত ঐ লোকটির নাম জনসন। তার দেহের রং কৃষ্ণবর্ণ হলেও আসলে সে একজন ইংলিসম্যান। আমার কথা শুনে আমাকে উন্মাদ বলে ভাবছেন কি?"

ভবেশ বললে, "না, আপনার কথার প্রমাণ আমরা এর আগেই পেয়েছি। পোস্ট-মোর্টেমে জনসনের আসল রূপ প্রকাশ পেয়েছে।"

লোকটা একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে, "আমি জানতাম যে রং বদলালেও ঐ লোক জনসন ছাড়া আর কেউ নয়। আমি আর জনসন 'ফ্লাইং হুইল' নামক জাহাজে এক সঙ্গেই কাজ করতাম। তারপর আমাদের জাহাজ ভারতের

বন্দরে এসে উপস্থিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে জনসনও নিরুদ্দেশ হয়, তারপরেই সে মিঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে নিহত হয়।"

ভবেশ বিস্মিতভাবে বললে, "অতি অদ্ভুত! কিন্তু জনসনের মৃত্যুর কারণ আপনি জানেন ?"

সলিল সেন বললে, "হ্যাঁ! কিছুদিন আগে সী-হক্ নামে একটা জাহাজে চড়ে কয়েকজন লোক আটলান্টিকের বুকে পাড়ি দেয়। তাদের ভেতরে জনসনও ছিল। সে সেই জাহাজে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিল। তাদের সেই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য আমার অজ্ঞাত। কিন্তু জনসনের কথার ভাবে বুঝতাম যে তারা কোন অদ্ভুত কিছু আবিষ্কারের সন্ধানে মহাসাগরের বুকে পাড়ি দিয়েছিল এবং সাফল্যলাভও করেছিল। কিন্তু লোভের বশবর্ত্তী হয়ে তাদের ভেতরে দুজন বিশ্বাসঘাতকতা করে সী-হক্ ডুবিয়ে দেয়। তার ফলে সী-হক্এর সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য সকলেও সমুদ্রগর্ভে সমাধিলাভ করে।

জনসন এই কাহিনী বলতে-বলতে এক-এক সময়ে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ত। তার চোখ দুটো প্রতিহিংসায় আগুনের মত জ্বলত। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাদের আবিষ্কৃত রহস্যের সন্ধান আমি আজও জানতে পারিনি। সুতরাং আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, মহাসাগরের বুকের সেই আবিষ্কারের সঙ্গে জনসনের মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান! কিন্তু সে ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে গভীর রাত্রে নিহত হল কি করে, তা আমার জানা নেই।"

ভবেশ বললে, "ডাঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে জনসনের পরিচয় ছিল। সেদিন সে কোনও গোপন কারণে ডাঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হবার আগেই সে নিষ্ঠুরভাবে মারা পড়ে। আচ্ছা সলিলবাবু,

আপনি জনসনের মুখে লষ্ট আটালান্টিস বা কোনও মূর্ত্তির কথা বলতে শুনেছেন ?”

বিস্মিতভাবে সলিল সেন উত্তর দিলে, “না ! সে রকম কোনও কথা সে আমায় বলেনি।”

ভবেশ বললে, “জন ডিক্‌স্‌ বলে কোনও লোকের নাম তাকে কোনদিন বলতে শুনেছিলেন ?”

সলিল সেন বললে, “না ! ঐ নাম সে কোনদিন উচ্চারণ করেনি। কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে ঐ সব জিনিষই তার মৃত্যুর কারণ ?”

ভবেশ দৃঢ়স্বরে বললে, “নিশ্চয়ই। কিন্তু সে সব গোপন কথা আমি আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারব না সলিলবাবু ! কোনও ক্রমে ঐ সব সংবাদ প্রকাশ পেলে শত্রুর দল সাবধান হবে।”

সলিল সেন বললে, “না, ও সব কথায় আমার কিছু প্রয়োজন নেই। জনসন সম্বন্ধে আমি যা কিছু জানতাম, আপনাকে বললাম। আমি আপনাদের সাফল্য মনে-প্রাণে প্রার্থনা করি মিঃ গুপ্ত ! আশা করি আপনাদের দ্বারা অপরাধী তার উচিত দণ্ড থেকে বঞ্চিত হবে না।”

ভবেশ হেসে বললে, “আপনার শুভেচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ সলিলবাবু !”

সলিল সেন মৃদু হেসে বললে, “যদি আমাদের জাহাজ ভারতবর্ষে অবস্থান করে তবে জনসনের হত্যাকারী গ্রেপ্তার হবার পর আমি আবার এসে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাব মিঃ গুপ্ত !”

সলিল সেন চলে যাবার পর ভবেশ বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, “লোকটিকে অনুসরণ করে দেখ সে কোথায় যায়।

কিন্তু সাবধান! সে যেন তোমার অস্তিত্বের সংবাদ ঘূণাক্ষরেও টের না পায়।"

ভবেশের কথা শুনে বিজয় তার দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বিজয় ঘর থেকে বেরোবার পর ভবেশ দ্রুত তার ল্যাবরেটরীতে এসে হাজির হল। তারপর সেখান থেকে কতকগুলো জিনিষ নিয়ে আবার ড্রয়িং-রুমে ফিরে এল।

নিজের কাজ সেরে ভবেশ উঠে দাঁড়াল। তারপর তার ল্যাবরেটরীর দিকে ফিরে যাবার সময় হঠাৎ পেছনে কারও পদশব্দ পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলে, তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বিমল বোস! চোখে-মুখে তার একটা ভয়ের ছাপ।

ভবেশকে দেখেই বিমল বিস্মিতভাবে তাকে প্রশ্ন করলে, "এসব কি ব্যাপার ভবেশ? ডাঃ ব্যানার্জ্জি নিরুদ্দেশ, তার বাগানে হাউণ্ডের দ্বারা অজ্ঞাত আগন্তুকের মৃত্যু—এসব কি ব্যাপার তুমি জান? তারপর আজ সকালের কাগজে দেখতে পেলাম আমার ঐ নোটবইটার সংবাদ তুমি প্রকাশ করেছ! কিন্তু কেন? এসব সংবাদ তুমি…"

তাকে বাধা দিয়ে ভবেশ বললে, "প্রকাশ করার প্রয়োজন ঘটেছিল। তা না হলে অপরাধীদের সাক্ষাৎ আমরা পেতাম না। যাই হোক, ওসব আলোচনা মুলতুবী রেখে এখন আমার কথার জবাব দাও।"

ভবেশ তাই পকেট থেকে মৃত জনসনের একখানা ফটো বের করে বললে, "এই লোকটিকে তুমি চেন? ভাল করে ভেবে উত্তর দাও।"

বিমল সেই ফটো দেখেই চমকে উঠে বললে, "কি সর্ব্বনাশ!

এই ত সেই লোক যার ভয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি! এই লোকটাই আমার পেছনে এডেন থেকে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এর কথাই সেদিন তোমাকে আমি বলেছিলাম। এই লোকটা ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ী উপস্থিত হয়েছিল কেন?"

ভবেশ গম্ভীর ভাবে বললে, "কোনও গোপন উদ্দেশ্যে। ডাঃ ব্যানার্জ্জিকে এ খুব ভাল ভাবেই চিনত এবং লষ্ট আটালান্টিস্ সম্বন্ধে তাদের ভেতরে কোনও গোপন পরামর্শের জন্যেই সেদিন এ ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিল। এই মৃত ব্যক্তি আর কেউ নয়, সী-হক্ জাহাজের ফার্ষ্ট অফিসার মিঃ জনসন।"

বিস্মিত বিমলের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল, "জনসন! জনসনই তাহলে সেই বিশ্বাসঘাতকদের একজন! কিন্তু আর-একজন কে?"

বারো

বিজয় ফেরবার পর তার কাছে সমস্ত কথা শুনে ভবেশ পুলিস-অফিসে ফোন করলে। ফোনে বিনোদবাবুর সাড়া পেয়ে ভবেশ বললে, "আমার কথাগুলো শুনুন বিনোদবাবু! প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে 'ডেট্রয়েট' বলে একখানা জাহাজ নোঙর করা রয়েছে। আপনি গোপনে জাহাজখানা কবে এবং কোথেকে আসছে—প্যাসেঞ্জার-জাহাজ না মাল-জাহাজ—কবে বন্দর ত্যাগ করবে ইত্যাদি সংবাদ নিন। জাহাজখানা কোন্ কোম্পানীর জাহাজ, তাও জানবেন। খুব গোপনে এসব সন্ধান নেবেন যেন কেউ জানতে না পারে। তারপর যত শীগগির পারেন, আমাকে অনুসন্ধানের ফলাফল জানান।"

বিনোদবাবু বললেন, "হঠাৎ তুমি জাহাজখানার সংবাদের জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন বলত? কোনও নতুন সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছ নাকি?"

ভবেশ বললে, "শুধু নতুন নয়—সাংঘাতিকও বটে। কিন্তু ফোনে সে সব কথার আলোচনা চলবে না। আপনি আগে ঐ সংবাদগুলো আমায় জানান। তারপর সব বলব।"

ফোন ছেড়ে দিয়ে ভবেশ মৃদু হেসে বললে, "অদ্ভুত তোমাদের আত্মবিশ্বাস এবং সাহস! কিন্তু এই সদ্‌গুণ দুটোর উপযুক্ত সদ্ব্যবহার তোমরা করতে শেখনি। তাই এই দুটোই তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে। এই হঠকারিতার ফলেই তোমরা আমার ফাঁদে পা দিয়েছ বন্ধুগণ! তারপর যখন জাল ডাঙ্গায় টেনে তুলব তখন দেখা যাবে, সী-হক্ জাহাজ-ডুবিতে মৃত অনেক লোকই দিব্যি বহাল-তবিয়তে বিরাজ করছে!"

বিজয় জিজ্ঞাসা করলে, "সলিল সেন নামধারী এই লোকটিকে তুমি সন্দেহ করলে কেন? লোকটির ঐ পরিচয় কি মিথ্যা বলে মনে হয়?"

ভবেশ মৃদু হেসে বললে, "সত্যি-মিথ্যা বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। লোকটার প্রকৃত নাম যাই হোক্ না কেন, সে অপরাধী দলের একজন প্রধান পাণ্ডা। এবং..."

ভবেশ তার কথা শেষ না করেই থেমে গেল। তারপর বললে, "সে আমার কাছে এসেছিল গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্যে। নোটবই এবং চিঠি দুটোর সাহায্যে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি, সে কথা জানা তাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই তার এখানে আগমন।"

বিজয় বললে, "তার মতলব জানতে পেরেও তুমি সে-সব প্রয়োজনীয় সংবাদ তাকে জানালে কেন?"

ভবেশ বললে, "বেচারাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে আমার কষ্ট হল তাই।"

সন্দেহের দৃষ্টিতে বিজয় তার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি আমার কাছে কিছু গোপন করে যাচ্ছ নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা সন্দেহ আমার মনে আগেই উপস্থিত হয়েছিল। লোকটা পুলিসের কাছে না গিয়ে এখানে তোমার কাছে এল কেন? তোমার ঠিকানাই বা সে জানলে কি করে?"

ভবেশ বললে, "সে কথা ঠিক। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে জনসনের সনাক্তকরণ। ফটো না দেখেই সে কি করে বুঝলে যে মৃত ব্যক্তি জনসন ছাড়া আর কেউ নয়, এবং এই সংবাদ সে পুলিসে না জানিয়ে আমার কাছে বলতে এল কেন? একজন অপরিচিত লোকের কাছে এই কথা জানানো অস্বাভাবিক নয় কি? তারপর তার রচিত সেই কাহিনী—

কিন্তু এইজন্যে তাকে তুমি নির্ব্বোধ বলে ভাবলে ভুল করবে। সে শুধু বুদ্ধিমান নয়—বেশী বুদ্ধিমান। তাই সে জনসনের কথা প্রকাশ করে আমাকে বাজিয়ে গেল। এই শ্রেণীর অপরাধীদের প্রধান দোষ হচ্ছে নিজেদের বুদ্ধির ওপর অন্ধ বিশ্বাস এবং তার ফলে অন্যের ক্ষমতাকে হেয় জ্ঞান করা।"

এমন সময়ে কেশব এসে সেই ঘরে প্রবেশ করে ভবেশের হাতে একখানা কার্ড দিলে। ভবেশ সেই কার্ডখানার দিকে তাকিয়ে বিস্মিতভাবে বলে উঠল, "কি আশ্চর্য্য! ডাঃ ব্যানার্জ্জি!"

বিজয় সেই কার্ডখানার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলে তাতে লেখা রয়েছে ঃ

Dr. R. Banerjee
Archaeologist.

বিজয় অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, "আশ্চর্য্য! প্রত্নতাত্ত্বিক রঞ্জত ব্যানার্জ্জির কার্ড দেখতে পাচ্ছি।"

ভবেশ কোনও কথা না বলে দ্রুতপদে বাইরের ঘরে এসে দেখতে পেলে একজন ভদ্রলোক ঘরের ভেতরে অস্থিরভাবে পাইচারী করে বেড়াচ্ছেন। ভবেশ ঘরে উপস্থিত হতেই তিনি ফিরে তাকালেম।

ভবেশকে তাঁর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে তিনি একটু হেসে বললেন, "আমাকে দেখে আপনি বিস্মিত হয়েছেন দেখছি!"

ভবেশ বললে, "হওয়াটাই স্বাভাবিক নয় কি? ডাঃ ব্যানার্জ্জি নিরুদ্দিষ্ট! তা ছাড়া ডাঃ ব্যানার্জ্জি বলে আমি যাঁকে জানতাম তিনি সম্পূর্ণ অন্য লোক! অথচ আপনার কার্ড থেকে বুঝতে পারছি যে আপনিও ডাঃ ব্যানার্জ্জি। এক নামে

দুজন লোক খুব আশ্চর্য্য ঘটনা বলে মনে হয় না কি আপনার!"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "দুজন লোকের এক নাম দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছেন বটে কিন্তু আমার কথা শুনলে বুঝতে পারবেন যে আমিই প্রকৃত ডাঃ ব্যানার্জ্জি, এবং আমার বাড়ী থেকে অপরাধীরা যাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে তিনি আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আমি কলকাতার বাইরে ছিলাম বলে এসব কথা কিছুই জানতে পারিনি। আজ ফিরে এসে সব কথা শুনেই আপনার কাছে আসছি। খবরের কাগজে জানতে পারলাম যে, আপনি এই ঘটনায় পুলিসের সঙ্গে কাজ করছেন। আপনার নাম আমার অপরিচিত নয়। তাই আমি আপনাকেই উপযুক্ত লোক বুঝে সোজা এখানে এসেছি। আমার কথা শুনলে আপনি সব ঘটনাটাই বুঝতে পারবেন।"

তেরো

ডাঃ ব্যানার্জ্জি বলতে সুরু করলেন, "প্রায় মাস তিনেক আগে আমি কোনও কার্য্যোপলক্ষে এডেনে উপস্থিত হয়েছিলাম। এডেনে কিছু কাল আগে যে খনন-কার্য্য সুরু হয়েছিল তাতে প্রাচীন সভ্যতার কোনও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এই আশাতেই আমি এডেনে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাতে আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হই।

একদিন সমুদ্রের ধার দিয়ে আমি দ্রুত বাড়ীর দিকে ফিরছিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আমি যেখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম সেখানে জাহাজের নিম্নশ্রেণীর নাবিকদের বস্তি।

চলতে-চলতে হঠাৎ একজন লোক আমার দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, 'মিঃ ব্যানার্জ্জি! এখানে!'

একজন অজ্ঞাত, অপরিচিত লোকের মুখে হঠাৎ আমার নাম উচ্চারিত হতে শুনে আমি বিস্মিতভাবে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালাম। লোকটার মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরা—শতচ্ছিন্ন আবরণে তার দেহ আবৃত। দেখেই বুঝলাম যে লোকটা একজন জাহাজের নাবিক।

তাকে কোনও প্রশ্ন না করে আমি আবার ফিরতে যাব এমন সময়ে লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলাতে বললে, 'আমায় চিনতে পারছ না ব্যানার্জ্জি?'

লোকটার গলার স্বর এবং কথা বলার ভঙ্গি আমার একান্ত পরিচিত হলেও তাকে আমি চিন্‌তে পারলাম না। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে সে একটু হেসে বললে, "বোসকে তোমার মনে পড়ে ব্যানার্জ্জি ?"

আমি তাকে চিনতে পেরে আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'কি আশ্চর্য্য ! বোস ? তুমি এখানে ? তুমি কি তাহলে জাহাজ-ডুবিতে মরনি ? বেঁচে আছ ?'

বোসের চোখে-মুখে একটা আতঙ্কের চিহ্ন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে আমার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললে, 'আস্তে কথা বলুন ব্যানার্জ্জি ! আমার জীবিত থাকবার সংবাদ বাইরে প্রকাশ পেলে আমার প্রকৃত মৃত্যু ঘটতে দেরী হবে না জেনে রাখ। আমি জাহাজ-ডুবিতে মরিনি। ভগবানের দয়ায় বহুকষ্টে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার লাভ করেছি।'

বোস কথা বলতে-বলতে চারিদিক সতর্ক দৃষ্টিতে চাইছিল। তার অবস্থা দেখে এবং ভয়ের কারণ বুঝতে না পেরে আমি অনুমান করলাম যে তার এই অবস্থার পেছনে কোনও গোপন কারণ লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমি সেখানে তাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করে একরকম জোর করে আমার সঙ্গে বাড়ী নিয়ে এলাম।

বাড়ী নিয়ে এসে অনেক অনুরোধ করবার পর সে বললে, 'আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমি তোমাকে জড়াতে চাই না ব্যানার্জ্জি ! তবে তুমি যখন এত অনুরোধ করছ তখন সংক্ষেপে তোমাকে আমার এই দুরবস্থার কাহিনী বলছি শোনো।' "

ডাঃ ব্যানার্জ্জি ভবেশের কাছে সেই কাহিনী ব্যক্ত করলেন। ভবেশ একমনে সেই কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু

সমুদ্রগর্ভে তারা কি মহামূল্য বস্তু আবিষ্কার করেছিল যার জন্যে এত ঘটনার উদ্ভব হতে পারে, সে কথা আপনি জানেন না ?"

ডাঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "না। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আমি তার দুরবস্থার কারণ জানতে পারিনি।

যাই হোক তারপর বোসের অনুরোধে আমি এডেনে পিটার কুইলোর দোকান থেকে একটা ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি ক্রয় করি। বোস সেই মূর্ত্তিটা হস্তগত করে সেটাকে সব সময়ে যখের ধনের মত আগলে রাখত এবং মূর্ত্তিটার গায়ে কিছু খোদাই করত বলেই মনে হত। কিন্তু সে সম্বন্ধেও কোন কথার জবাব আমি তার কাছে পাইনি। জিজ্ঞাসা করলে তার মুখে ফুটে উঠত অদ্ভুত হাসি! সে হেসে বলত যে, 'এখনও সেকথা জানাবার মত সময় আসেনি। একদিন পৃথিবীর সকলেই সে কথা জানতে পারবে এবং তার আবিষ্কারের কথা লোকের মুখে-মুখে উচ্চারিত হবে, শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকদের ভেতরে সে একটা শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করবে।'

এর প্রায় দিন-দশেক পর আমি এখানে ফিরে এলাম এডেন থেকে। বোসকেও আমার সঙ্গে এখানে নিয়ে এলাম।

বোসকে এখানে সব সময়ে খুব চিন্তিত এবং বিমর্ষ দেখতাম। মনে হত সে যেন কোন কঠিন সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। গোপনে সে কাউকে চিঠি-পত্রও লিখত। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি আর কোনদিন কৌতূহল প্রকাশ করিনি বা সে সম্বন্ধে কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসাও করিনি।

এরপর আমি কোনও জরুরী কাজে বাইরে যেতে বাধ্য হই। বোস আমার কথামত আমার বাড়ীতেই রইল। তারপর আজ এখানে ফিরে এসে দেখি, ভয়ানক কাণ্ড! বোসও

নিরুদ্দেশ। কিন্তু কে তার আততায়ী, তা আমার অনুমান করাও অসাধ্য। কারণ, বোস কোনদিন সে সম্বন্ধে আমায় কিছু বলেনি।"

ভবেশ ডাঃ ব্যানার্জ্জির কথা ধীরভাবে শুনে হেসে বললে, "এখন ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হয়েছে বটে! যাই হোক, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি, ডাঃ ব্যানার্জ্জি। আশা করি শীগগিরই আমরা মিঃ বোসের উদ্ধার সাধন করতে সমর্থ হব। কিন্তু এখানে একটা কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কথাটা এই যে, এসব কথা বাইরে আর কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। কারণ তা'হলে আপনার অদৃষ্টেও মিঃ বোসের মত অবস্থা ঘটা বিচিত্র নয়।"

ডাঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে। আশা করি আপনাদের দ্বারা মিঃ বোস শীঘ্রই দুর্ব্বৃত্তদের কবল থেকে মুক্ত হবে।"

ডাঃ ব্যানার্জ্জি চলে যাবার পর ভবেশ বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "এখন বুঝতে পারছ কেন তারা ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ী থেকে মিঃ বোসকে হরণ করে নিয়ে গেছে! সেদিন রাতের সেই আগন্তুক ছদ্মবেশ সত্ত্বেও মিঃ বোসকে চিনতে পেরেছিল। মিঃ বোসেরও অবশ্যি আগন্তুককে চিনতে দেরী হয়নি। কারণ, একই জাহাজে তাঁরা কাজ করতেন। জাহাজ-ডুবিতে মৃত মিঃ বোসকে চিনতে পেরে সে বিস্মিত হয়েছিল সন্দেহ নেই, এবং সেখান থেকে ফিরে যাবার পথে সে তাকেও জোর করে তার সঙ্গে নিয়ে গেছে।"

চৌদ্দ

বিকালের দিকে বিনোদবাবু স্বয়ং ভবেশের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ভবেশ তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললে, "আসতে আজ্ঞা হোক বিনোদবাবু!"

তারপর সে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমাদের মাননীয় বন্ধুর আতিথ্য-সংকারের ভারটা তোমার ওপর দিলাম বিজয়! দেখো সে বিষয়ে যেন কোনও ত্রুটি না ঘটে।"

বিনোদবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "ধন্যবাদ! তুমি না বললে বাধ্য হয়ে আমাকেই সে কথা বিজয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে হত। কারণ তোমার ঐ জাহাজের সংবাদগুলো জোগাড় করতে আমার প্রাণান্ত হয়েছে।"

ভবেশ হেসে বললে, "তা আপনার সেই প্রাণান্তকর খাটুনির ফলাফলটা দয়া করে ব্যক্ত করবেন কি?"

বিনোদবাবু বললেন, "অবশ্যই! প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে 'ডেট্রয়েট' বলে একখানা জাহাজ নোঙর করা আছে একথা সত্যি। কিন্তু এত জিনিষ থাকতে ঐ জাহাজখানার ওপর তোমার দৃষ্টি পড়ল কেন, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। জাহাজখানা এখানে এসেছে আমেরিকা থেকে নানারকম যন্ত্রপাতি বহন করে। তারপর এখান থেকে কেপ্ কলোনি ঘুরে যাবে আমেরিকার দিকে।

জাহাজখানা একটা আমেরিকান কোম্পানীর—যাত্রী এবং মাল দুইই বহন করে থাকে। তবে আজকাল সেটা মাল বইবার কাজেই নিযুক্ত আছে। জাহাজটাতে ত্রিশজন নাবিক আছে এবং তার ক্যাপ্টেনের নাম ডব্লিউ ফেয়ারফক্স। তোমার আর কিছু জানবার আছে?"

ভবেশ বললে, "হ্যাঁ! আরেকটা কথা জানবার আছে।

জাহাজখানা কবে এখানকার বন্দর ত্যাগ করে আমেরিকার দিকে যাত্রা করবে জানেন ?"

বিনোদবাবু বললেন, "ওহো ! সেকথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। জাহাজখানা এখান থেকে কোন মাল নিয়েই ফেরবার কথা ছিল। কিন্তু কোনও বিশেষ প্রয়োজনে সেখানা এখানে মালের জন্যে আর অপেক্ষা না করে কাল সন্ধ্যার সময় বন্দর ত্যাগ করবে।"

ভবেশ বললে, "হঠাৎ মাল না নিয়ে তাদের বন্দর ত্যাগ করবার কি কারণ ঘটল কিছু জানতে পেরেছেন ?"

বিনোদবাবু বললেন, "না ! সে সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।"

ভবেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললে, "আজকের রাতটার জন্যে দুজন প্রহরী আমায় দিতে পারেন ?"

চোখ দুটো কৌতূহলের ভঙ্গিতে নাচিয়ে বিনোদবাবু বললেন, "প্রহরী ! না ! সে-সব হবে না। আমিই স্বয়ং এখানে আজকের রাতটা হাজির থাকব। তুমি এমন গোপনে কি খেলা খেলছ, তা আমাকে জানতেই হবে।"

ভবেশ বললে, "জানবার মত হলে আপনাকে নিশ্চয়ই জানাতাম ! কিন্তু এটা আমার মনের একটা সন্দেহ বই আর কিছু নয়। আমার অনুমান ভুল হলে আপনার রাত্রি-জাগাই সার হবে—ফললাভ হবে না কিছুই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, যে বিষয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই, তা প্রকাশ করা বোকামী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

বিনোদবাবু বললেন, "কুছ পরোয়া নেই। একটা রাত না হয় জেগেই কাটিয়ে দিলাম। তাতে আমি পিছপাও নই। তুমি যখন অনুমান করেছ তখন একটা কিছু ঘটা আশ্চর্য্য

নয়। কারণ তোমার ঐ শক্তি-বিশেষটির ওপর আমার একটু শ্রদ্ধা আছে।"

বিনোদবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে কেশবকে নিয়ে ঘরে ঢুকল বিজয়। কেশবের হাতের ট্রের উপর দৃষ্টিপাত করে বিনোদবাবু বললেন, "চমৎকার! তোমার এখানে অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থা যদি এই রকম হয়, তবে প্রতিদিন তোমার আতিথ্য গ্রহণ করে তোমাকে আপ্যায়িত করতে আমি খুব প্রস্তুত আছি।"

ভবেশ হেসে বললে, "বর্ত্তমানে আপনি যে চেয়ারটাতে দেহরক্ষা করেছেন, তাতে আজ কুইলোর হত্যাকারী আসন গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করেছিলেন এ সংবাদ আশা করি আপনার জ্ঞাত নেই!"

বিনোদবাবু চেয়ারটা থেকে লাফিয়ে উঠে সেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কুইলোর হত্যাকারী! তুমি কি বলতে চাও সে আজ এখানে এই চেয়ারটাতে—"

ভবেশ বাকীটা যোগ করে দিয়ে বললে, "দিব্বি খোস-মেজাজে আমার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে গেছে।"

বিনোদবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে বললেন, "আর তুমি তাকে একথা জেনেও বহাল-তবিয়তে ফিরে যেতে দিলে?"

ভবেশ বললে, "ফিরে যেতে দিইনি, খেলাতে সূতো ছেড়েছি মাত্র। কারণ আমার ইচ্ছা আছে তার সঙ্গে পালের গোদাটাকেও এক সঙ্গে ডাঙ্গায় টেনে তুলব। আপনি জলযোগ সমাপ্ত করুন নিশ্চিন্ত মনে। আজ হোক, কাল হোক— কুইলোর হত্যাকারীর হাতে লোহার বালা পরাবার সৌভাগ্য আপনার অবশ্যই ঘটবে।"

একখানা আস্ত মামলেটের প্রায় অর্দ্ধেকটা মুখে পূরে দিয়ে বিনোদবাবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, "বটে!"

পনেরো

রাত তখন প্রায় দেড়টা। একটা কালো রংয়ের সীডান-বডি গাড়ী অন্ধকারে আত্মগোপন করে ধীরে-ধীরে ভবেশের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার নির্জ্জন পথ। সামনে দুহাত দূরের জিনিষও স্পষ্ট দেখা যায় না। সুতরাং কোন পথচারীও আঁধার রাতে গাড়ীখানার অস্তিত্বের কথা জানতে পারলে না।

একজন লোক নিঃশব্দে গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। তার পেছনে-পেছনে গাড়ীটা থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়ল বিরাট একটা চতুষ্পদ জন্তু। অন্ধকারে তারা বাড়ীটার দিকে এগোতে লাগল।

বাড়ীর ভেতরে ঢুকেই দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে তারা বারান্দায় পৌঁছতেই হাউণ্ডটা অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠল।

আগন্তুক হাউণ্ডটার এই চঞ্চল ভাব লক্ষ্য করে বললে, "কিরে পেড্রো! তুই কিছুর সন্ধান পেয়েছিস নাকি?"

কুকুরটা মুখ তুলে অস্ফুট স্বরে গোঁ-গোঁ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর একদিক লক্ষ্য করে অগ্রসর হল।

কুকুরটার ভাবভঙ্গী দেখে আগন্তুকের মন সন্দেহে পূর্ণ হল। কুকুরটার চঞ্চলতার কারণ সে জানতে না পারলেও এটুকু সে টের পেলে যে, কোনও বিপদ ঘটা একেবারে আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এই স্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে তার আগমনের সংবাদ কেউ টের পাবে কি করে?

এসব কথা চিন্তা করে সে খানিকটা নির্ভয় হল বটে কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। সে তার পকেট থেকে একখানা কালো রংয়ের ছোট রিভলভার বের করে হাতে নিলে। তারপর সেটা দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে সামনের দিকে লক্ষ্য করে সতর্কভাবে কুকুরটার অনুসরণ করলে।

কুকুরটা যে ঘরে ঢুকেছিল সেই ঘরে ঢুকে লোকটি দেখতে পেলে, ঘরের এক কোণে একটা লোক আপাদমস্তক লেপমুড়ি দিয়ে গভীর ঘুমে ডুবে আছে। সেদিকে তাকিয়ে আগন্তুকের চোখ দুটো আনন্দে ও উৎসাহে জ্বলে উঠল। সে আস্তে-আস্তে পা টিপে-টিপে সেদিকে এগিয়ে গেল। হাতে তার রিভলভার তৈরী। দরকার হলেই মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নিবর্ষণ করবে।

কিন্তু কুকুরটার দিকে তাকাতেই সে আর না এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য্য ব্যাপার! কুকুরটা সেই ঘুমন্ত লোকটিকে আক্রমণ না করে ঘরের মেজেতে কিছুর ঘ্রাণ নিতে-নিতে অমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? একটা অজ্ঞাত ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। সে আর কিছুমাত্র দেরী না করে দ্রুত ঘরের কোণে স্থাপিত খাটটার কাছে এসে হাজির হল। তারপর একটানে লেপটা সরাতেই তার হৃৎকম্প উপস্থিত হল।

বিছানায় কোন মানুষ ঘুমিয়ে নেই। আছে শুধু মানুষের মত করে সাজানো পর-পর কতকগুলি বালিশ!

আগন্তুক এতক্ষণে সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। এখানে তাদের আগমনের সংবাদ এ-বাড়ীর লোকদের অজানা নেই। কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে তাদের এই একান্ত গোপন সংবাদ প্রকাশ পেলে, তা সে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলে না।

যাই হোক, সময় নষ্ট করলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সে আর মুহূর্ত্তমাত্র ঘরে অপেক্ষা না করে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে

এসেই অন্ধকারে যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তাতে আতঙ্কে তার চোখ দুটো কপালে উঠল।

বারান্দার ওপর কিছু দূরেই অন্ধকারে দেখা গেল দুটো মানুষের আবছা মূর্ত্তি। বারান্দার পথ আগলে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুকের সেই ছোট আগ্নেয়াস্ত্র গর্জ্জন করে উঠল। পর-পর চারবার গুলি করা সত্ত্বেও ঐ মানুষ দুজন আহত হল বলে মনে হল না। তারা যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তেমনিই নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ তাকে অতিমাত্রায় বিস্মিত করে তার কাছ থেকে কেউ কঠিন কণ্ঠে আদেশের সুরে বলে উঠল, "অস্ত্র ত্যাগ কর মিঃ ব্যানার্জ্জি! নইলে তোমার প্রাণহীন দেহ সিঁড়ির নীচে গড়িয়ে পড়বে!"

আগন্তুক সে কথায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে রিভলভার হাতে ঘুরে দাঁড়াল। পরক্ষণেই তার চোখের সামনে অন্ধকারের ভেতর ফুটে উঠল পর-পর দুবার আগুনের ঝলক। সঙ্গে-সঙ্গে তার আহত হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র খসে মাটিতে পড়ল।

আহত হয়ে যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হল। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে হুঙ্কার দিলে, "পেড্রো! হতভাগাদের টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল্।"

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই নিস্তব্ধ রাত ভেদ করে উঠল ক্রুদ্ধ হাউণ্ডের ভয়াবহ গর্জ্জন। আগন্তুকের পাশ কাটিয়ে হাউণ্ডটা অন্ধকারে একদিক লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

হাউণ্ডটাকে আক্রমণ করতে দেখে ভবেশ প্রথমে একটু ভীত হল। কিন্তু তখন আর সময় নষ্ট করার অবসর ছিল না। সে তার হাতের রিভলভার তুলে হাউণ্ডের জ্বলন্ত চোখ লক্ষ্য

করল। তারপর একসঙ্গে তিনটে আগ্নেয়াস্ত্র আক্রমণকারী হাউণ্ডকে লক্ষ্য করে গর্জ্জে উঠল।

গুলির আঘাতে মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে হাউণ্ডটা তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ করে উঠল। তারপর তার ঘাড়টা একদিকে ঝুলে পড়ল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তার প্রাণহীন দেহ সিঁড়ি দিয়ে নীচে অদৃশ্য হল।

হাউণ্ডের মৃত্যু ঘটতে দেখে আগন্তুক ক্রোধে এক প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে পকেটে হাত দিয়ে কি একটা বের করল! তাকে পকেটে হাত দিয়ে সেটা বের করতে দেখে ভবেশ আতঙ্কের সুরে বললে, "কি সর্ব্বনাশ! হতভাগা আমাদের বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় দেখছি!"

ভবেশ তাকে সেই বোমা ত্যাগ করবার সুযোগ দিলে না। তার আগেই তার হাতের বোমা ভবেশের গুলিতে তার হাতেই বিদীর্ণ হল। প্রচণ্ড একটা শব্দে চারিদিক থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল। বারান্দার পাশেই একটা ঘরের দেয়াল অদৃশ্য হল। চারিদিক ধূলো-বালি আর দেয়ালের ভগ্নস্তূপে ভরা।

ভবেশ মৃদুস্বরে বললে, "আজ আমাদের পুনর্জ্জন্ম বলতে হবে। হতভাগা যদি ঐ বোমা আমাদের ওপর ত্যাগ করবার সুযোগ পেত তবে আমরা এতক্ষণে সদলবলে নরকের দিকে যাত্রা করেছিলাম আর কি!"

বিনোদবাবু ধূলিশয্যা ত্যাগ করে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ভবেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাবাস্ তোমার লক্ষ্যভেদের শক্তি! এ বিষয়ে তুমি আমার গুরু হবার যোগ্য স্বীকার করতেই হবে। ঠিক সময় মত ঐ গুণ্ডাটার হাতের বোমা না ফাটালে এতক্ষণে···বাপ্‌রে! কে জানত যে আজ রাত্রে প্রাণটা এমন ভাবে খোয়া যেতে-যেতেও বেঁচে যাবে!"

একটানে লেপটা সরাতেই তার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল।

[পৃঃ—৭৮

ভবেশ বললে, "খোয়া যখন যায়নি তখন সে চিন্তা নিষ্ফল। এখন আমাদের হিতৈষী বন্ধুর অবস্থাটা একবার দেখা দরকার! কিন্তু তাকে খুঁজে পাব কি না সন্দেহ আছে!"

বিনোদবাবু সায় দিয়ে বললেন, "আমারও তাই মত। বোমার কল্যাণে তার দেহ ধূলো হয়ে শূন্যে অদৃশ্য হয়েছে এতে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। হতভাগা গুণ্ডা নিজের দোষেই মারা পড়ল। এতে আমাদের আর দোষ কি বল?"

ভবেশ বললে, "এখানে আর মুহূর্ত্ত মাত্র দেরী নয়! আজ রাত্রেই আমাদের 'ডেট্রয়েট' জাহাজে হানা দিতে হবে। নইলে মিঃ বোস অথবা পালের সেই গোদার সন্ধান আমরা আর এ জীবনে পাব না।"

বিনোদবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "তা ঠিক! তবে থানা থেকে আগে জনকুড়ি সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে নিতে হবে। যার একটা অনুচরেরই এত তেজ, সে যে কি জাতীয় মনুষ্য তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তাছাড়া সেই জাহাজেই বা এ-রকম কত বোমা লুকিয়ে আছে, কে বলবে? না, ভবেশ, তুমি গোঁয়ার্ত্তুমী করে এরকম ভাবে মৃত্যুকে ডেকে এনো না। সাহস এবং গোঁয়ার্ত্তুমী এক জিনিষ নয়। আমার সাহস আছে বটে কিন্তু আমি গোঁয়ার নই। সুতরাং এখান থেকে থানা—তার-পর থানা থেকে দলে ভারী হয়ে..."

ভবেশ তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, "আর কথা নয়—চলুন! থানা থেকে যত খুসী লোক নিন আপত্তি নেই। কিন্তু জাহাজ চড়াও করব আমরা তিনজনে। অবশ্য অতি গোপনে। কিন্তু তার আগে এখানে দুজন প্রহরীর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আমাদের অবর্ত্তমানে কেউ এ-বাড়ীতে প্রবেশ করতে না পারে।"

ষোল

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটা পুলিস-ভ্যান্ এসে প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে দাঁড়াল। সাধারণ পোষাক-পরা প্রহরীর দল গোপনে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আদেশের অপেক্ষায় রইল।

একখানা বোট সংগ্রহ করে ভবেশ, বিনোদবাবু এবং বিজয় যখন জাহাজের কাছে এসে পৌঁছল, জাহাজের সবাই তখন ঘুমে অচেতন বলেই মনে হল।

অতি সাবধানে তারা তিনজন সিঁড়ি দিয়ে উঠে জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়াল। ভবেশ দেখতে পেলে, জাহাজের প্রকাণ্ড চিম্‌নি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। ভবেশ সেইদিকে নির্দ্দেশ করে বিনোদ-বাবুকে বললে, "জাহাজে ষ্টিম তৈরী হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এরা কাল সকালেই বন্দর ত্যাগ করে সমুদ্রের দিকে রওনা হবে। বিপদের আশঙ্কায় এরা হয়ত কাল বিকেল পর্য্যন্তও এখানে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়।"

বিনোদবাবু বললেন, "কিন্তু পালের গোদাকে যে আমরা এই জাহাজেই পাব তার ঠিক কি? এমনও ত হতে পারে যে এরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—আমরা বৃথা এদের সন্দেহ করে জাহাজ চড়াও করতে এসেছি!"

ভবেশ বললে, "সে রকম কোনও মারাত্মক ভুল হবার কোনও সম্ভাবনা থাকলে আমি এতবড় একটা দায়িত্ব নিয়ে জাহাজ চড়াও করতে আসতাম না। প্রথমতঃ কুইলোর হত্যাকারী মিঃ ব্যানার্জ্জি আমার বাড়ী থেকে সোজা এই

জাহাজেই ফিরে এসেছিল; এবং দ্বিতীয়তঃ আমি গোপনে এখানে সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছি যে, মিঃ বোস অদৃশ্য হবার পরদিন খুব ভোরে, দু'জন নাবিক একটা আহত লোককে নিয়ে এই জাহাজে এসে উঠেছিল। রহমন নামে এক মাঝির নৌকোতে তারা ঘাট থেকে জাহাজে আসে এবং তাকে তার কাজের জন্যে আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করে বলে যে, এই ঘটনা সে যেন কারও কাছে প্রকাশ না করে। আহত লোকটির সম্বন্ধে রহমনের কৌতূহল হওয়ায় তারা তাকে বলে যে, সেই আহত লোকটি সেই জাহাজেরই নাবিক। ছুটি পেয়ে বন্দরে গিয়ে কারও সঙ্গে মারামারি করে আহত হয়।

তারপর ভয় দেখিয়ে রহমনের কাছ থেকে সেই আহত লোকটির সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ জানতে পারলাম, তাতে সেই আহত লোকটি যে মিঃ বোস, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এর পরও কি আপনার সন্দেহ হতে পারে যে আমরা ভুল পথে চলেছি ?"

বিনোদবাবু বললেন, "না! কিন্তু তারা মিঃ বোসকে কোথায় গুম্ করে রেখেছে তা সন্ধান পাবে কি করে? জাহাজের এতগুলো লোককে আমরা তিনজন মিলে কায়দা করতে পারব কি ?"

ভবেশ বললে, "মিঃ বোসের সন্ধান পেতে খুব অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। তারপর জাহাজে ত্রিশজন নাবিক থাকলেও তারা সকলেই যে এই অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার কোনও কারণ নেই। তাদের ভয় দেখিয়ে কাজ হাঁসিল করব বলেই আশা রাখি।"

জাহাজের ডেকে কিছু দূরেই একটা লোক পাইচারী করে বেড়াচ্ছিল। তার হাতের রাইফেল দেখে বোঝা গেল, সে

জাহাজের প্রহরী। ভবেশ তার সঙ্গী দুজনকে অপেক্ষা করতে বলে বিড়ালের মত গুঁড়ি মেরে নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়াল। তারপর প্রহরীটা ফিরে দাঁড়ানোমাত্র প্রচণ্ডবেগে তার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করল।

হঠাৎ সেই প্রচণ্ড আঘাত প্রহরীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে সে ঢলে পড়তেই ভবেশ ক্ষিপ্রহস্তে দুই হাতে তার পতনশীল দেহ ধরে ফেললে। তারপর আস্তে-আস্তে তাকে ডেকের ওপর শুইয়ে রেখে পকেট থেকে লাকলাইন দড়ি বের করে তার হাত দুটো পেছনের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেললে, আর-এক পকেট থেকে রুমাল বের করে শুধু নিঃশ্বাসের পথ রেখে তার মুখটাও শক্ত করে বেঁধে ফেললে। তারপর প্রহরীর রাইফেলটা হাতে নিয়ে তার সঙ্গীদের কাছে এসে দাঁড়াল।

বিজয় ব্যগ্রভাবে তার দিকে তাকাতে ভবেশ বললে, "বেচারাকে বাধ্য হয়েই আঘাত করতে হল। নইলে তার চীৎকারে আমাদের সব কিছু মতলব পণ্ড হত। আঘাত গুরুতর না হলেও আধঘণ্টার আগে তার জ্ঞান ফিরবে না এবং এই আধঘণ্টাই আমাদের কাজ শেষ করবার পক্ষে যথেষ্ট।"

তারপর ডেকের সিঁড়ি দিয়ে তারা জাহাজের ভেতরে নেমে এল। সারি-সারি দুদিকে কেবিন। ভবেশ চলতে-চলতে সব কটা কেবিনই সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখে নিলে—কেবিনগুলো অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। জাহাজের সবাই অঘোর ঘুমে অচেতন।"

বিজয় চুপি-চুপি বললে, "আস্তে-আস্তে এগোও ভবেশ! কারণ, কাছেই কোথাও অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা বলার শব্দ ভেসে আসছে, শুনতে পাচ্ছ?"

ভবেশ একটু স্তব্ধভাবে থেকে বললে, "হ্যাঁ। আমাদের আগেই কোনো কেবিনে কথাবার্ত্তার শব্দ হচ্ছে। আমার পেছনে-পেছনে এস।"

তারা সেই সরু গলি-পথ ধরে আরও একটু এগিয়ে যেতেই ভবেশ দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বাঁ-দিকের কেবিনে তখনও আলো জ্বলছিল। একটা ছোট ছিদ্র দিয়ে আলোর রেখা বাইরে এসে পড়ছিল। ঘরের ভেতরে কারা যেন কথা কইছে!

ভবেশ কেবিনের দরজায় কান পেতে দাঁড়াল। সে শুনতে পেলে কেউ যেন হুঙ্কার দিয়ে বলছে, "তুমি আমাদের পথের সন্ধান দিতে বাধ্য হবে মিঃ বোস! আজ হোক, কাল হোক, তোমার মুখ দিয়ে সে কথা আমরা যেমন করে হোক জানবই। এবং দরকার হলে তোমায়......"

তার কথা শেষ হবার আগেই কেউ পাগলের মত হি-হি করে হেসে উঠে বললে, "এবং দরকার হলে তোমরা আমায় হত্যা করবে। এই ত? মূর্খ তুমি! তাই আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাতে এসেছ ক্যাপ্টেন! সেই গুপ্ত পথের সন্ধান দিলেও তোমাদের মত নরপিশাচের হাত থেকে যে আমি উদ্ধার পাব এ কথা পাগল ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

মরতে আমাকে হবেই। কিন্তু স্বর্ণ-মন্দিরের সেই গুপ্ত পথের ঠিকানা আমার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে লুপ্ত হবে। সামনেই রয়েছে বিরাট এক ঐশ্বর্য্য অথচ তোমরা কেউ চিরজীবন ধরে খুঁজলেও তার সন্ধান পাবে না। হি-হি-হি! কি মজা!"

আর-একজন বলে উঠল, "কিন্তু মনে রেখো যে ঐ মূর্ত্তিটা আমাদের হস্তগত হয়েছে। আজ হোক অথবা দুদিন পরে হোক, তার পিঠে খোদাই-করা সাঙ্কেতিক ভাষার অর্থ আমরা

উদ্ধার করবই। তখন তুমি আমাদের পথ রোধ করবে কি করে শুনি ?”

মিঃ বোস প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠলেন এই কথা শুনে। তারপর তাঁর হাসি থামিয়ে বললেন, “তাই চেষ্টা কর ক্যাপ্টেন! কিন্তু ঐ সাঙ্কেতিক ভাষা উদ্ধার হলে তা থেকে তোমরা স্বর্ণ-মন্দিরের সন্ধান পাবে না—পাবে যমালয়ের সন্ধান। সেই সামুদ্রিক রাক্ষসের কথা এত শীগগির ভুলে গেলে বন্ধু ? এডেনে পিটার কুইলোকে যেদিন তোমরা হত্যা করেছিলে, সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এর পর কি ঘটতে পারে! তাই ঐ দেবমূর্ত্তির পিঠে খোদাই করা স্বর্ণ-মন্দিরের নির্দ্দেশ তুলে দিয়ে, খোদাই করেছি তোমাদের জন্যে নরকের পথ—যাতে অতি সহজেই তোমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে মনের আনন্দে নরক গুলজার করতে পার। বিশ্বাসঘাতক কুকুর! অর্থের লোভে সেদিন আমার সঙ্গী হয়েছিলে, আর আজ অর্থের লোভেই আমার বুকে তুমি ছুরি মারতে চাও!”

যেন খুব রেগে আর-একজন বলে উঠল, “আচ্ছা, আচ্ছা, ব্যানার্জ্জি ফিরে আসুক! তারপর আজ রাত্রেই আমরা বন্দর ত্যাগ করে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করব। তখন দেখব তোমার এই জিদ কতক্ষণ বজায় থাকে! হাঙ্গরে তোমার জীবন্ত দেহ থেকে হাত-পা ছিঁড়ে খাবে, যন্ত্রণায় তুমি চীৎকার করবে পাগলা কুকুরের মত। তারপর নেমে আসবে তোমার চোখে অন্ধকারময় মৃত্যু।”

সঙ্গে-সঙ্গে কেবিনের দরজাটা খুলে গেল। কঠিন এবং বিস্ময়ভরা কণ্ঠে ভবেশ বললে, “তোমার সে আশা এ জীবনে আর সফল হবে না ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন! ব্যানার্জ্জি আর এ জাহাজে ফিরে আসবে না। কারণ, বর্ত্তমানে সে খেয়ায়

চড়ে এমন এক নদী পার হতে ব্যস্ত যেখান থেকে কেউ কোনদিন আর ফিরে আসতে পারে না। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নেই, ফাঁসির দড়ি গলায় ধারণ করে তুমিও অক্লেশে তার সঙ্গী হতে পারবে।"

বিস্মিত ক্যাপ্টেন তার নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে ক্রোধ-ভরে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমরা কে ? এত রাত্রে এই জাহাজে আসবার কারণ কি ? তোমাদের গুণ্ডার দল বলে বোধ হচ্ছে যেন !"

ভবেশ হাসতে-হাসতে বললে, "আগে ছিলাম বটে কিন্তু এখন নয়। এখন গুণ্ডা ধরতেই এত ব্যস্ত আছি যে গুণ্ডামী করবার সময়টুকু পর্য্যন্ত জোটে না। কিন্তু তোমাকে হিতো-পদেশ দিচ্ছি ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন ! তোমার জায়গা থেকে তুমি একটুও নড়ো না। আমার হাতের এই যন্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত সীসার গুলি তোমার পদ-মর্য্যাদার একটুও খাতির না করে তোমার মস্তকে প্রবেশ করবে, এবং তোমার মত একটা জলজ্যান্ত খুনেকে বধ করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

বিনোদবাবু এগিয়ে এসে বললেন, "হাউণ্ডের সাহায্যে নরহত্যার অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম ক্যাপ্টেন ফেয়ারফক্স, ওরফে ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন !"

বিনোদবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাপ্টেনের হাতে তিনি হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। এমন ক্ষিপ্রভাবে তিনি এই কাজ করলেন যে, ক্যাপ্টেন বাধা দেবার আগেই বন্দী হয়ে গেল।

ভবেশ ক্যাপ্টেনের পায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "ক্যাপ্টেনের পদচিহ্নের সঙ্গে মিঃ বোসের বাগানে সংগৃহীত সেই খোঁড়া লোকটির পদচিহ্ন মিলিয়ে দেখলে দুটোর ভেতর

হুবহু মিল আছে দেখতে পাবেন বিনোদবাবু! ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়ত উত্তর দেবেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি লেগে তিনি খোঁড়া হয়েছেন। কিন্তু আমার সন্দেহ যে লষ্ট আটালান্টিসের সন্ধানে সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করে তিনি হয়ত কোনও কারণে পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অবশ্য মিঃ বোসের কাছ থেকে এই নির্ভর অভিনয়ের অনেক গুপ্ত তথ্যই আমরা জানতে পারব।"

বিনোদবাবু মিঃ বোসকে মুক্ত করলেন। তিনি বন্দী ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত স্বরে বললেন, "অতিরিক্ত লোভ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে প্রতারণা করে রাতারাতি বিখ্যাত হবার চেষ্টাই তোমার ধ্বংসের মূল কারণ। এই দুটো দ্বারা তোমার ধর্ম্মজ্ঞান এবং বিবেকবুদ্ধি আচ্ছন্ন না হলে আজ তোমার অদৃষ্টের ফলাফল ঘটত সম্পূর্ণ অন্য রকম।"

মিঃ বোসের কথা শুনে ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন একবার তাঁর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ ফেরালেন।

সতেরো

ডাঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে একটা সুসজ্জিত কক্ষে সকলে জমায়েত হয়েছিল। পানাহারের পর বিনোদবাবু পকেট থেকে একটা প্রকাণ্ড বর্ম্মা-চুরুট বের করলেন। তারপর সেটাতে অগ্নি সংযোগ করে পরম তৃপ্তিভরে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, "ভবেশ, এইবার তোমার কথা সুরু কর। এই রহস্য-ভেদের সমস্ত প্রশংসাটুকুই তোমার প্রাপ্য। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ এ বিষয়ে মাথা ঘামাবার মত উপযুক্ত সময় পাইনি, শুধু তোমাকে সাহায্য করেছি মাত্র। কিন্তু তা হলেও তোমার নিজস্ব রহস্য আজ একটু ব্যক্ত কর ভবেশ!"

ভবেশ হেসে বললে, "এতে আমার বলবার বিশেষ কিছুই নেই। তবে কয়েকটা জিনিষ আপনাদের কাছে হয়ত তখন অদ্ভুত পাগলামী বলে মনে হয়েছিল। আমি সেই কটা জিনিষই আজ খুলে বলব।

বিমল আমার কাছে সাহায্য চাইবার পর আমি তার কথায় ঠিক বিশ্বাস করতে না পারলেও ব্যাপারটা জানবার জন্যে উৎসুক হলুম। বিমলের কাছ থেকে নোট-বইখানা পড়ে আমি বুঝতে পারলাম, এর ভেতরে কোনও গুপ্ত আবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েকদিনের ভয়াবহ বিবরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু আসল কথা ব্যক্ত করা হয়নি।

বিমলের কাছে জানতে পেরেছিলাম ডাঃ ব্যানার্জ্জি এডেনে কুইলোর দোকান থেকে একটা দেবমূর্ত্তি ক্রয় করার পর কুইলো কোন অজ্ঞাত আততায়ী দ্বারা নিহত হয়েছে। সুতরাং

আমার মনে হল যে, ডাঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে দেখা করলে হয়ত একটা কিছু কিনারা হতে পারে।

কিন্তু আমি ডাঃ ব্যানার্জ্জির সন্ধান পেলাম না। দরোয়ানের কাছে খবর পেলাম আগের দিন রাত্রে কোনও গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় ডাঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষেধ।

তারপর আমি বিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করে জানলাম, ডাঃ ব্যানার্জ্জি এই সংবাদ থানায় জানান নি। সামান্য হলেও ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকল। ডাঃ ব্যানার্জ্জি আক্রান্ত হয়েছিলেন অথচ থানায় এ সংবাদ জানাননি কেন? তবে ঐ দেবমূর্ত্তির সঙ্গে কি এর কোন সম্বন্ধ আছে?

তখন থেকেই প্রকৃত পক্ষে আমি এই রহস্য জানবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম। এর পর যা কিছু ঘটেছে, তা আপনারা জানেন। কিন্তু আমার ওপর সেদিন রাত্রে আক্রমণ হবে এ সংবাদ যে কি করে জানলাম, সেটা হয়ত আপনাদের কাছে আশ্চর্য্য ঠেকতে পারে। কিন্তু সেটা আমার অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

খবরের কাগজে সমস্ত সংবাদ প্রকাশ হবার পর সলিল সেন নামে যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, সে পিটার কুইলোর হত্যাকারী ছাড়া আর কেউ নয়। কারণ, সে চলে যাবার পর মেজেতে তার পায়ের ছাপের সঙ্গে এডেনের পুলিস-অফিস থেকে সংগৃহীত ছাপ মিলিয়ে দেখলাম দুটোই অভিন্ন লোকের পদচিহ্ন।

শত্রুপক্ষের কাছ থেকে এই রকম কোন চালই আমি আশা করেছিলাম। সলিল সেন জনসন সম্বন্ধে এক কাহিনী রচনা করে আমাকে ভালভাবে বাজিয়ে জেনে গেল আমি কতদূর অগ্রসর হয়েছি। তারপর 'ডেট্রয়েট' জাহাজ বন্দর ত্যাগ

করবার তারিখ পরিবর্ত্তন হতে দেখে আমি স্থির জানলাম যে, সেদিন রাত্রেই আমার ওপর আক্রমণ হবে। কারণ, আমি জীবিত থাকলে তাদের বিপদ ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আমাকে হত্যা করে তারা জাহাজ নিয়ে সমুদ্রের দিকে পাড়ি জমাবে।

আমি দুটো নকল মানুষ তৈরী করে রাখলাম। মিঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ী হাউণ্ডের আবির্ভাব দেখে আমার ধারণা হল যে, শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করবার জন্যেই একটা হাউণ্ড তাদের নৈশ অভিযানের সঙ্গী হয়। শত্রুপক্ষের অস্তিত্বের সংবাদ রাতের অন্ধকারে তারা টের না পেলেও হাউণ্ডের ঘ্রাণশক্তিকে প্রতারিত করতে পারবে না। এর কার্য্যকারিতা সেদিন রাত্রেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। জনসনের সংবাদ তারা টের না পেলেও হাউণ্ড তার অস্তিত্ব জানতে পেরেছিল এবং তার ফলে সে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়। সেদিন রাত্রে হাউণ্ড তাদের সেই নৈশ অভিযানের সঙ্গী না হলে জনসনকে এমন ভাবে মরতে হত না এবং সম্ভবতঃ মিঃ বোসও বন্দী হতেন না। শত্রুর আবির্ভাব দেখে জনসন ফোনে পুলিসে খবর দিয়ে গোপনে উপস্থিত হয়ে চারিদিকে লক্ষ্য রাখে। কিন্তু সে যদি ঘুণাক্ষরেও জানত যে শত্রুর দলে রয়েছে একটা মারাত্মক হাউণ্ড, তবে সে এই পন্থা কখনও গ্রহণ করে নিজের জীবনকে বিপন্ন করত না।

আমার এই দূরদৃষ্টির ফলাফল আপনাদের অজ্ঞাত নেই। হাউণ্ডকে প্রতারিত করা সম্ভব না হলেও মিঃ ব্যানার্জ্জি প্রতারিত হয়েছিলেন এবং ঐ হাউণ্ড আমাদের গুপ্তস্থান আবিষ্কার করে আক্রমণ করবার আগেই মিঃ ব্যানার্জ্জি নিজেই যমালয়ে চলে গেলেন !”

ভবেশের কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন।

বিজয় জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু সলিল সেনকে তুমি ব্যানার্জ্জি বলে চিনলে কি করে ?"

ভবেশ বললে, "তুমি জান যে সী-হক্ জাহাজে সেই অভিযানের পাণ্ডাদের ভেতরে মিঃ ব্যানার্জ্জি ছিলেন একজন। মিঃ বোস এবং তিনি ছাড়া সেই দলে বাঙ্গালী আর কেউ ছিল না। সুতরাং মিঃ বোস ছাড়া একজন বাঙ্গালীকে অপরাধীদের দলে আবিষ্কার করে আমি বুঝলাম ইনি আর কেউ নন, মিঃ ব্যানার্জ্জি। কারণ, এই নাটকের গোড়া থেকে সমস্ত অভিনেতাদেরই কিছু না কিছু তথ্য বা সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি, এক মাত্র ইনিই অদৃশ্য হয়ে ছিলেন শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু তা তো আর হতে পারে না! কী বলেন আপনারা ?"

ভবেশের কথা শুনে আবার সকলে হেসে উঠলেন।

ভবেশ আবার বলতে লাগ্‌ল, "তারপর আর-একটি জিনিষ ভেবে দেখুন। নিজেদের গুপ্ত সঙ্কল্প ব্যক্ত করে অন্য একজন লোককে এরা দলে গ্রহণ করবে এটা হতে পারে না, আর তা কেউ করেও না। এখানে যে কি ঘটেছিল সে বিষয়ের এখানে পুনরুল্লেখের দরকার নেই। এবার মিঃ বোস আসল রহস্য ব্যক্ত করে আমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। আমার রহস্য-ভেদের চাইতেও সে কথা হাজার গুণ বেশী মিষ্টি লাগবে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

আঠারো

মিঃ বোস স্বপ্নময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "এবার আমার কাহিনী আমি খুব সংক্ষেপে বলে যাব। প্রমাণ বিনা কোনও কথা বিশ্বাস করা যদি আপনাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ হয় তবে আমার কাহিনী হয়ত আপনারা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমি জানি আমার সেই আবিষ্কার কত বাস্তবময়!

এই কাহিনী - বলবার আগে প্রথমেই একজন শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের ফল আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব। সে-ই আমার পথপ্রদর্শক এবং গুরু। তার পথ অনুসরণ করেই আমি এই মৃত রাজ্যের সন্ধান পাই।

প্রায় বছর তিনেক আগে আমি হাইতি দ্বীপের সমুদ্র-তীরে একজন মৃতপ্রায় লোককে আবিষ্কার করি। লোকটার বেশভূষা শতচ্ছিন্ন—দেহ তার ভগ্ন এবং ক্ষত-বিক্ষত। অনাহারে সে তখন মৃতপ্রায় আমি তার কাছে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে চাইলাম।

লোকটা এতক্ষণ ভাষাহীন দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল। আমার কথা শুনে সে আমার দিকে তাকালে। সেই উজ্জ্বল মায়াময় দৃষ্টিভরা চোখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। ধীরে-ধীরে তার কাছে বসে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম।

লোকটা একটু ভেবে মৃদু হেসে বললে, 'আমার ডানদিকের পকেটে একটা ছোট ডায়েরী আছে। সেটা তুমি বের করে নাও। তোমার বেশভূষা দেখে বোধ হচ্ছে তুমি কোনও জাহাজে চাকরি কর। আমার দ্বারা যে কাজ সম্ভব হয়নি, তা তোমার দ্বারা হতেও পারে।'

লোকটির কথাবার্ত্তা শুনে এবং তার অবস্থা দেখে মনে হল যে, মৃত্যুর আর দেরী নেই। আমি তাকে বললাম, 'এভাবে থাকলে তুমি মারা পড়বে। একটু অপেক্ষা কর। আমি একটা গাড়ী নিয়ে এসে তোমাকে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তার চিকিৎসায় তুমি অচিরেই সুস্থ হবে।'

লোকটা আমার কথা শুনে বাধা দিয়ে বললে, 'ডাক্তারের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছি আমি। সুতরাং আমাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই সফল হবে না। মৃত্যু আমার হবেই—কিন্তু মরবার আগে আমি তোমায় একটা বিশাল মৃত রাজ্যের সন্ধান দিয়ে যাব। সেই জনহীন মৃত রাজ্যের প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভোগ করবার কেউ নেই। আমি চাই—পৃথিবীর মানুষ সেই কুবেরের ঐশ্বর্য্য ভোগ করুক।'

একটু থেমে সে বললে, 'এই নোটবইতে পথের সন্ধান দেওয়া আছে। কিন্তু তোমাকে একটা মারাত্মক বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছি। অতলের সামুদ্রিক রাক্ষস সম্বন্ধে সতর্ক থেকো। তার কবলে পড়লে তোমার অবস্থাও হবে আমার মতন। আমি তার হাত থেকে জীবিত ফিরে এলেও সে আমায় মরণ-আঘাত করেছে।'

লোকটার কথা শুনে এবং তার ক্ষত-বিক্ষত দেহের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠলাম।

এর একটু পরেই সে মারা গেল। আমি দুঃখিত মনে তার সৎকারের ব্যবস্থা করে দিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। মৃতের ডায়েরীটা তখন আমার কাছেই ছিল। কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি সে আমায় কোন্ রূপকথার রাজ্যের সন্ধান দিয়ে গেছে!

হোটেলে এসে সেই ডায়েরীখানা পড়তে-পড়তে আমি

অতিমাত্র আশ্চর্য্য হলাম। লোকটাকে প্রথমে পাগল বলেই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি—যে-কোনো লোকের চাইতে সে অনেক জ্ঞানী। ডায়েরীখানাতে সন্ধান দেওয়া ছিল সমুদ্র-গর্ভের এক প্রাচীন অজ্ঞাত রাজ্যের এবং অধুনালুপ্ত সেই রাজ্যের অধিবাসীদের নির্ম্মিত এক বিরাট স্বর্ণ-মন্দিরের।"

একটু চুপ করে থেকে মিঃ বোস বললেন, "এর পরের কাহিনী আমি সংক্ষেপে ব্যক্ত করব। সেই ডায়েরীখানা পাওয়ার পর আমি পাগল হয়ে উঠলাম। কিন্তু একা সেই রাজ্যের সন্ধান করব কি করে, তা বুঝতে পারলাম না। শেষে আমার এক বন্ধুর শরণাপন্ন হয়ে তার কাছে সব কথা বলে তার সাহায্য প্রার্থনা করলাম। এই বন্ধুই ক্যাপ্টেন হ্যাচিনসন।

ক্যাপ্টেন তার জাহাজ এবং লোকজন নিয়ে আমার সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হল। তারপর একদিন সমস্ত যোগাড়-যন্ত্র সমাপ্ত করে আমরা সেই ডায়েরীর নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হলাম।

ডায়েরীর নির্দ্দেশমত আমরা এক জায়গায় এসে নোঙর করলাম। মেপে দেখলাম, আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি সেখানে সমুদ্রের গভীরতা খুব বেশী নয়। তখন আমরা পূর্ণোদ্যমে কাজ সুরু করলাম।

কিন্তু যে ক'বারই আমাদের জাহাজ থেকে সমুদ্রের নীচে সন্ধান নেবার জন্যে লোক নামানো হল—প্রত্যেক বারই অতি অদ্ভুতভাবে তাদের সঙ্গে জাহাজের লোহার শিকলের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। জলে নেমে কেউ আর জাহাজে ফিরতে পারলে না দেখে, আমরা ভীত হলেও নিরাশ হলাম না। শেষে আমরা জন-দশেক লোক অস্ত্রশস্ত্রে তৈরী হয়ে সমুদ্র-গর্ভে অবতরণ করলাম।

নাবিকদের মত আমাদেরও বিপদ ঘটতে দেরী হল না। নীচে নেমেই আমরা বিস্মিতভাবে দেখতে পেলাম, আমরা দাঁড়িয়ে আছি ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনও এক মৃত নগরীতে। এই নগরী কোন্ যুগের বা কোন্ কালের মানব-সভ্যতার অবদান, তার উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে যতদূর অনুমান হয়, তাতে মনে হয়, আজ যেখানে উত্তাল সমুদ্র দেখছি—তখন সেটা ছিল বৃক্ষ-লতা ফল-ফুলে ভরা সুন্দর পৃথিবীর একটি অংশ। পথঘাট, দালান, ছোটখাট মন্দির ইত্যাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে অতীতের কোনও এক সুসভ্য লুপ্ত জাতির গৌরব ঘোষণা করছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হলাম কিছু দূরে এক বিশাল কারুকার্য্যময় মন্দির দেখে। সেটা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর থেকে মনে হল, ধূসরবর্ণের কোনও পদার্থ দ্বারা সেটা তৈরী।

কিন্তু তার কাছে গিয়ে আমাদের এই ভ্রম দূর হল। মন্দিরটা ধাতুতে তৈরী এবং সেই ধাতু আর কিছু নয়—খাঁটি সোনা! বহু শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত এক বিশাল স্বর্ণ-মন্দিরের সামনে বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। যে লুপ্ত জাতি এই বিশাল এবং অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় স্বর্ণ-মন্দির নির্ম্মাণ করতে পারে, তাদের ঐশ্বর্য্য এবং কারুশিল্পের জ্ঞান এবং অধিকার দেখে আমরা মোহগ্রস্ত হলাম। কিন্তু এই ভাব আমাদের বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না—এক প্রচণ্ড এবং অতর্কিত বিপদে আমরা ছত্রভঙ্গ হলাম।

হঠাৎ মন্দিরের ভেতর থেকে কতকগুলি প্রাণী বেরিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করলে। তারা তাদের লম্বা-লম্বা শুঁড়ের দ্বারা কয়েকজন নাবিককে ধরে নিয়ে মন্দিরের অন্ধকারময় অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকী কয়েকটা আমাদের তাড়া করলে।

সমুদ্রের তলদেশে অক্টোপাসের দ্বারা আমরা যে এভাবে আক্রান্ত হব তা আশা করিনি। ধারাল কুড়ালের সাহায্যে আমরা তাদের শুঁড়গুলি যথাসম্ভব দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম। তখন পলায়ন ভিন্ন উপায় না দেখে আমরা জ্ঞানশূন্য হয়ে জাহাজ থেকে যেস্থানে অবতরণ করেছিলাম, সেদিকে ছুটে চল্লাম।

তারপর কি-ভাবে যে সে যাত্রা উদ্ধারলাভ করে আমরা কয়েকজন জাহাজে ফিরে এলাম, তা একমাত্র ভগবানই জানেন। তখন বুঝতে পারলাম এর আগে অবতরণকারী নাবিকদের মৃত্যুর কারণ। অক্টোপাসের আক্রমণে এবং আকর্ষণেই সেই লোহার সুদৃঢ় শিকল ছিন্ন হয়েছিল।

এর পর থেকেই সুরু হল আসল বিপদের সূত্রপাত। কুবেরের ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করে একলা তা ভোগ করবার আশায় ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ হল। কিন্তু এত গোপনে তা সুরু হল যে, আমি সেই বিশ্বাসঘাতকদের সন্ধান জানতে পারলাম না।

তারপর একদিন রাত্রে ডিনামাইটে আগুন লাগিয়ে জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হল। বিশ্বাসঘাতকদের দল একখানা মাত্র বোট লুকিয়ে রেখে বাকী সব বোটগুলো আগেই ধ্বংস করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা-ছাড়া এই গুপ্ত রহস্য-জানা কোনও লোক যেন জীবিত না থাকে।

আমি এরকম একটা-কিছু ঘটবে তা আগেই টের পেয়েছিলাম। সুতরাং এই স্থানের নির্দ্দেশ আমার সংগৃহীত একটা মূর্ত্তির গায়ে খোদাই করে রেখেছিলাম ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে ভেবে। তারপর সেই ডায়েরীখানা সমুদ্র-গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম যাতে সেটা থেকে বিশ্বাসঘাতকদের দল পথের সন্ধান না পায়।

জাহাজ-ডুবির পর মৃত্যুর অপেক্ষায় সমুদ্রে ভাসতে লাগলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, কুইলো একটা কাঠের তক্তাকে আশ্রয় করে ভেসে চলেছে। সে আমাকে তাতে আশ্রয় গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে। কিন্তু আমি জানতাম যে, তাহলে দুজনেরই মৃত্যু ঘটবে। কারণ, সামান্য একটা কাঠ দু'জনের ভার সহ্য করে ভেসে থাকতে পারবে না। আমি কুইলোকে ধন্যবাদ দিয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলাম।

কিন্তু নিয়তি আমার মৃত্যু এভাবে লেখেনি বলেই হোক অথবা পরমেশ্বরের কৃপাতেই হোক, একটা জলের বড় পিপা ভাসতে-ভাসতে আমার কাছে এসে উপস্থিত হল। দেখতে পেলাম, তার ওপর একটা লোক মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলাম, সে জাহাজের ফার্স্ট অফিসার জনসন।

সেই ভেলা আশ্রয় করে প্রায় দুদিন পর আমরা ভাসতে-ভাসতে মৃতপ্রায় হয়ে একটা দ্বীপে এসে লাগি। তারপর সেখান থেকে কিছু দিন পর কপর্দকহীন ভিখারীর বেশে একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনের দয়াতে এডেনে এসে হাজির হই।

সমুদ্রবক্ষে ভাসতে-ভাসতে যখন কুইলোর দেখা পেয়েছিলাম তখন আমি তাকে আমার নোটবই এবং সেই দেবমূর্ত্তিটা তার হাতে দিয়ে অনুরোধ করি যে, সে যদি সে-যাত্রা রক্ষা পায় তবে ঐ দুটো জিনিষ যেন আমার ছেলের কাছে পৌঁছে দেয়। সে আমার কথায় সম্মত হয়ে সেই দুটো জিনিষ গ্রহণ করেছিল বটে কিন্তু নোটবইখানা মাত্র সে বিমলের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। ঐ দেবমূর্ত্তির দ্বারা আবার কোনও সর্ব্বনাশ উপস্থিত হতে পারে ভেবে সে সেখানা বিমলের কাছে পৌঁছে দেয়নি।

এরপর জনসন সন্ধান নিতে-নিতে পিটার কুইলোকে আবিষ্কার করে সমস্ত কথা জানতে পারলে। সেই দেবমূর্ত্তিটা হস্তান্তরিত না করায় জনসন পিটার কুইলোকে ভুল বুঝল এবং সে গোপনে বিমলকে ঐ দেবমূর্ত্তির সন্ধান এবং জাহাজ ডুবির সমস্ত কথা জানিয়ে দিলে।

বিমল যখন আমার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই সময়ে এডেনে হঠাৎ আমি পিটার কুইলোর খোঁজ পাই। কিন্তু আমার ভয় হল যে, পিটার কুইলোর দোকান থেকে ঐ মূর্ত্তিটা সংগ্রহ করতে গেলে, হয়ত আমি শত্রুর নজরে পড়তে পারি এবং তাহলে আমার সংগৃহীত ঐ মূর্ত্তির রহস্যও প্রকাশ হয়ে পড়বে।

কি করব চিন্তা করছি, ঠিক এমন সময়ে দেখা হল ডাঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে। তাঁর সাহায্যে আমি কৌশলে ঐ মূর্ত্তিটা হস্তগত করলাম। আমার জীবিত থাকার সংবাদও প্রকাশ হল না।

তারপর আমার দেখা হয় জনসনের সঙ্গে। তার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করি যে, আমাদের বিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে আমরা আবার রওনা হব সমুদ্রযাত্রায়। এই সঙ্কল্প করে আমি এবং জনসন ফিরে আসি এখানে।

কিন্তু শত্রুপক্ষকে আমরা ফাঁকি দিতে পারলাম না। তারা পথের নির্দ্দেশ-দেওয়া সেই মূর্ত্তির সন্ধানে ফিরতে লাগল এবং অতি অদ্ভুতভাবে বিমল এবং কুইলোর কথাবার্ত্তায় তারা সেই মূর্ত্তির সন্ধান পেলে।

তার পরের সব-কিছু ব্যাপারই আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন।”

মিঃ বোস তাঁর কাহিনী শেষ করলেন। শ্রোতাদের

মনে হল তারা যেন এতক্ষণ সিন্ধাবাদ নাবিকের মতই কোনও কাল্পনিক গল্প শুনছিলেন !

ভবেশ প্রথমে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, "এবার আপনাদের সেই পরবর্ত্তী অভিযানে আমাদের সঙ্গী নিতে প্রস্তুত আছেন মিঃ বোস ?"

মিঃ বোস মৃদু হেসে বললেন, "আপনাদের কোনও অসুবিধা বা আপত্তি না থাকলে সানন্দেই আমি আপনাদের গ্রহণ করব। আমাদের অভিযানে আপনাদের সাহায্য আমার পক্ষে একান্ত সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।"

ভবেশ উৎসাহিত হয়ে বললে, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ বোস! তাহলে এর পর অভিযানকারী ব্যক্তিদের ভেতরে আমাদের দু'জনের নাম-দুটোও যোগ করতে ভুলবেন না যেন !"